



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 44 Issue ● 15 February, 2022, Tuesday ● ২ ফাল্গুন, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

কং ৩২, মথা ২২ঃ জোট পাচ্ছে অবয়ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজনীতিতে অসম্ভব কিছু না হলেও, রাজ্যন্তরে সিপিআইএম’র সাথে সুদীপ রায় বর্মণ’র কংগ্রেসের বিধানসভা ভোটে রফা হবে, সেই সম্ভাবনা এখনও দূরবীণ দিয়েও কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। বিধানসভায় ক্ষমতা দখল করতে হলে কংগ্রেসকে শাসক বিরোধী জোট করতেই হবে, পাহাড়ের ট্রাম কার্ড তিপ্রা মথা’কে যে করেই হোক টানতেই হবে জোট। পাহাড় মুখ ফিরিয়েছে বলেই বামফ্রন্টও ক্ষমতা হারিয়েছে। শুধুই সমতলের ৪০ আসন থেকে অন্তত ৩১ আসন বের করে নেওয়া রাজনৈতিক ছকে অসম্ভবই। তিপ্রা মথাকে জোটে পোকে কংগ্রেসের প্রস্তাব ও ফর্মুলা তৈরিই আছে, সেই ফর্মুলায় সায় দিয়েছে তিপ্রা মথাও। দিল্লিতে সমঝোতা একরকম সারাই হয়েছে।

পরিস্থিতির বিচারে অস্বাভাবিক কিছু নয়। মথা পাহাড়ের ১৬টি ও সমতলের ৬টি আসনে লড়বে। পাশাপাশি কংগ্রেস পাহাড় ৪টি আসন ও সমতলের ২৮টি আসনে লড়াই করবে। তৃণমূল কংগ্রেস অস্তিত্বহীন না হলে তাদের জুটতে পারে ৩টি আসন। আইপিএফটি মথায় মিশে না গেলে নিঃশ্বেস হবেন। মথা’র সাথে সিপিআইএম’র জোট কোনও রাজনৈতিক সমীকরণেই হয় না, রাজ্য্য পরিবার পরিত্যক্ত মথা’র বিরোধিতার ভিত্তিই হচ্ছে পাহাড়ে কমিউনিস্টদের প্রভাব। বিজেপির সাথেও এই মুহূর্তে মথা’র জোটো যাওয়া রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় আটকায় কারণ আইপিএফটি’র সাথে বিজেপির তিপ্রালাভ নিয়ে চুক্তির ফলাফল চোখের সামনেই আছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচন কী ফলাফল দেবে,

মথা পাহাড়ের ১৬টি ও সমতলের ৬টি আসনে লড়বে। কংগ্রেস পাহাড়ে ৪টি আসন ও সমতলের ২৮টি আসনে লড়াই করবে। তৃণমূল কংগ্রেস অস্তিত্বহীন না হলে তাদের জুটতে পারে ৩টি আসন।

এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে পুরোদমে। সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা’দের রাজ্য ফেরা এবং জনগণের প্রতি তাদের যে বার্তা তাতে আন্দোলিত গ্রাম পাহাড় এবং সমতল। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কংগ্রেস ও মথা’র মধ্যে যে আসন সমঝোতা হয়েছে। ভোটের বাকি আর এক বছর। এর আগেই বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে কংগ্রেস ভবন আর রাজ অন্দরের মিলিতুলি প্রচেষ্টায় শীঘ্রই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে যাওয়ার কথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের। দিল্লিতে দুই দলের প্রাথমিক আলোচনায় ঠিক হয়েছে কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে



পাহাড়ের ৪টি আসন এবং সমতলের ২৮টি আসনকে পাখির চোখ করে এগোবে। তিপ্রা মথা পাহাড়ের ১৬টি আসনে আর সমতলের ৬টি আসনকে টাগেট করবে। তবে ভোটের ঠিক আগে



এই আসন বন্টনের ক্ষেত্রে সামান্য রদবদলও হতে পারে। তৃণমূলের জন্য আপাতত ৩টি আসন তুলে রাখা হয়েছে। বাদ বাকি ৩টি আসন পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত হবে। যতদূর খবর, কংগ্রেস ভবন এবং

রাজ অন্দরের আলোচনায় বিজেপিকে হঠাতে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টার চুক্তিই হয়েছে দুই দলের আলোচনার নির্যাস, বিজেপি কংগ্রেসের সঙ্গে যতই সিপিআইএম মিতালি নিয়ে আঙুল তুলুক, কংগ্রেস এই মুহূর্তে বামদেদের কোনও সহযোগিতা নেবে না। বরং কংগ্রেস এবং তিপ্রা মথা বিরোধী শক্তিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে যেখানে অন্যান্য বিরোধী দলের সমর্থকরা কংগ্রেস কিংবা তিপ্রা মথায় এসে যোগ দিতে বাধ্য হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য, ঠিক একই পদ্ধতিতে ২০১৮ সালে বিজেপিও নিজেদেরকে গুঁড়িয়ে নিয়েছিলো।

সেই সময় বিজেপি নিজেদেরকে এমনভাবে তুলে ধরেছিলো যে বিরোধী দলীয় সমর্থকরা বিশেষ করে কংগ্রেসের কমিটেড ভোট বুকে গিয়েছিলো ওই সময়ে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে আর লাভ নেই। বরং ভোট ভাগভাগি বামদেদের জয় এনে দিতে পারে। তাই কংগ্রেসের কমিটেড ভোট হওয়া সত্ত্বেও এই ভোট পুরোপুরি চলে যায় বিজেপির ঘরে। কংগ্রেস এবং তিপ্রা মথা’র কৌশল আগামী নির্বাচনে দুই দলের আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদেরকে একমাত্র বিরোধী শক্তি হিসেবে তুলে ধরবে। যেখানে বামপন্থী ভোটাররাও তাদের অবস্থান ছেড়ে কংগ্রেস কিংবা তিপ্রা মথা’র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে বিজেপিকে হারানোর প্রস্তু। বিগত এডিসি নির্বাচনে সিপিআইএম সমর্থকেরা যেভাবে তিপ্রা মথায় মিশে গিয়েছিলো আইপিএফটিকে

হারানোর জন্য, একই পদ্ধতি এবার পাহাড় এবং সমতলে অবলম্বন করবে। দুই দলের আলোচনায় ঠিক হয়েছে সমতলের যে ৬টি আসনকে টাগেট করবে তিপ্রা মথা এগুলো হলো — মাতাবাড়ি, বামুটিয়া, মোহনপুর, মজলিশপুর, আগরতলা এবং সুরমা। একই সঙ্গে তৃণমূলকে যে ৩টি আসন দেওয়া হবে এগুলো হলো — সোনামুড়া, বঙ্গনগর এবং কদমতলা। কংগ্রেস যে ৪টি উপজাতি সংরক্ষিত আসনে লড়বে সেগুলো হলো — করমছড়া, করবুক, কৃষ্ণপুর এবং গোলাঘাটি। জানা গেছে, তিপ্রা মথা গ্রেটার তিপ্রালাভ নিয়ে যে লিখিত প্রতিশ্রুতি চেয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব তা দিতে প্রাথমিকভাবে রাজি হয়েছে। তাদের বক্তব্য, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে তিপ্রালাভের দাবি হতেই পারে।

কংগ্রেস ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্মৃতিচিহ্ন বিদায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপিতে যেন এবার বর্মণ আ্যকশন শুরু হয়েছে। বিজেপির অনেকে যাকে বলছেন সাইড আফেক্ট। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই বিজেপির কার্যকর্তাদের একাংশ এরার দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন। বহু বাড়ির সামনেই এখন বিজেপির ফ্ল্যাগ, পোস্টার,



বাজ, বিভিন্ন সম্মেলনের আই কার্ড স্থাপকৃতি রূপে পাওয়া যাচ্ছে। অনেক এগুলোতে আগুনও ধরিয়ে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

‘মীমাংসা’ আদালত নেয়নি সাজা সুপ্রিম কোর্টেও বহাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরার এক ব্যক্তিকে শিশুকন্যাকে যৌন আত্যাচারের জন্য শাস্তি থেকে রেহাই দেয়নি। তার শাস্তি কমানোর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। শিশুটির পরিবারের সাথে ‘মীমাংসা’ হয়ে গেছে, এই কথা সামনে রেখে শাস্তি পাওয়া ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন রেহাই পাওয়ার জন্য। দশ বছরের এক কন্যাকে যৌন নিপীড়নের দায়ে বিমল চন্দ্র ঘোষ নামে পঞ্চাশের একজনকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছিল ট্রায়াল কোর্ট। ত্রিপুরা হাইকোর্ট সেই শাস্তি বজায় রেখেছিল। ঘটনা ২০১৬ সালের, হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের শাস্তি বজায় রেখে রায় দিয়েছে গত বছরের নভেম্বরে। শিশুকন্যার মা অভিযোগ করেছিলেন যে, তার মেয়ে যখন দোকানে যাচ্ছিল বিমল ঘোষ

তাকে ১০ টাকা দিয়ে একটি কেক আনতে বলেন। কেক নিয়ে এলে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যান এবং সেই কেক দু’জনেই খান। তারপরই বিমল ঘোষ বদ আচরণ করেন (কী আচরণ আছে অভিযোগে তা লিখা হচ্ছে না)। কন্যাটি চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে করতে বাড়ি চলে

হাজার টাকা জরিমানা করে। হাইকোর্টে অভিযুক্ত আবেদন করে বলেন যে, ঘটনার পর দুই পক্ষ বিষয়টি মীমাংসা করে নেন। তারা যেহেতু প্রতিবেশী, তাই তারা সস্তীতিতে থাকতে চান। গুলাব দাস বনাম মধ্যপ্রদেশ মামলার সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের প্রসঙ্গ

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

9774414298

53 Shishu Uddyan Bigan Bitan A. K. Road Agartala 799001

বিজ্ঞপনে বিজ্ঞপ্ত না-হয়ে ‘পারুল’ নামের পাশে ‘প্রকাশনী’ দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন

যায়, মা-কে গিয়ে সব বলে। মা পুলিশে অভিযোগ জানান। আদালত বিমলকে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছরের জেল ও পাঁচ

টেনে অভিযুক্ত হাইকোর্টে বলেন যে যেই মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে দুই পক্ষের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

গ্রিভেন্স সেল কক্ষাঘাতগ্রস্ত, সরকারের মুখে কালি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। নতুন করে কোনও কিছুর দায়িত্ব পেলে যেভাবে যত্নআতি বেড়ে যায়, ঠিক সেভাবেই বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন দফতরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। বলা ভালো জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনগণের আরও বেশি কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা চালান মন্ত্রীরা। কিন্তু জনকল্যাণকামী উদ্যোগ গ্রহণের পর সেই উদ্যোগ

গাছে চড়েছে নাকি মাঠে মারা গিয়েছে, তা দেখার আর কেউ নেই এই সরকারের আমলে। অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে উদ্যোগ ভুলে নতুন করে চিন্তাভাবনা আবার শুরু হয়েছে। জানা গেছে, সরকারকে জনমুখী করার জন্য প্রতিটি সরকারি দফতরেই অনলাইন গ্রিভেন্স সেল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সরকার। শুধু তাই নয়, দফতরের একজন আধিকারিককে নোডাল অফিসার করে প্রতিটি দফতরেই অনলাইন গ্রিভেন্স সেল খোলা হয়।

কিন্তু এই সেলটি উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই মুখথুবড়ে ধরাশায়ী হয়ে যায়। এ নিয়ে খোঁজবের করার মতোও আর কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ অর্থ দফতরের বিরুদ্ধে। যেহেতু দফতরের কাজের কেন্দ্রবিন্দুই হলো অর্থ সেহেতু এই দফতরের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিলো সবচেয়ে বেশি। এই দফতরের গ্রিভেন্স সেলের নোডাল অফিসার করা হয় সি এম মর্গ’কে। কিন্তু তার

কল্যাণেই এই সেলটি মুখথুবড়ে পড়ে ছে বলে অভিযোগ। নিয়মিতভাবেই তিনি অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আনবিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। এমনকী অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয় বলেও অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর না করে সরকারের মুখেই কালি মাখাতে চেষ্টা চালাচ্ছে সরকারি আধিকারিকদেরই একাংশ। অর্থ দফতরের দায়িত্বে থাকা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আরটিআই’র উত্তরে দফতরের জালিয়াতি প্রকাশ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই নার্সিং হোম গড়ে তোলার যাত্রা শুরু করেন উনারা। অন্তত কাগজ-পত্রে এমনটাই দাবি ছিল। প্রবিশদাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ভুয়ো

বেআইনি পথে রমরমা ব্যবসা অব্যাহতনার্সিং হোমে

একটি ‘প্ল্যান’ জমা করেছিলেন চারজন মালিক। উনারদের মধ্যে দু’জন ডাক্তার, বাকি দু’জন দুই ডাক্তারের স্ত্রী। কিন্তু সেই প্ল্যানটি ভুয়ো ছিল। তা নিয়ে বিবাসিত খবর প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। স্বাস্থ্য দফতরে বিষয়টিকে তদন্ত করে দেখার জন্য চারজনের কমিটিও গঠন হয়। শহরের কৃষনগরে নার্সিং

হোমটি এখনও বেআইনিভাবেই চলছে বলে অভিযোগ। অবশেষে নার্সিং হোমটি যে বাড়িতে, সেই বাড়ির মালিক আরটিআই’র আশ্রয় নিলেন। প্রশ্ন একই। দুটো আলাদা আরটিআই-এ একই প্রশ্ন দু’বার করা হয়েছে। কিন্তু উত্তর এসেছে দু’রকম। আর এতেই স্বাস্থ্য দফতরের পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য কার্যালয় এবং দফতরের কয়েকজন উচ্চ পদস্থ আধিকারিকের যোগসাজশে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো শহরের একটি নার্সিং হোমকে দু’নম্বর পথে প্রবিশদাল সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয়টি। গত ৩ জানুয়ারি এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শহরের কৃষনগরস্থিত অ্যাডভাইজার চৌমহনিত ‘সিটি হসপিটাল’কে কেন্দ্র করে ‘স্বাস্থ্য দফতরের মেগা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে’ শীর্ষক একটি

খবর প্রকাশিত হয়। তাতে যেসব তথ্য তুলে ধরা হয়, তা হাড়ে হাড়ে যে সত্য সেটি দফতরে করা

কয়েকটি আরটিআই’র উত্তরে ধরা পড়লো। বেসরকারি এই নার্সিং হোমটির অন্যতম প্রধান কর্ণধার

REGISTERED
R.T.I. MATTER
MOST URGENT

NO.F.1(20)-CMO(W)-RTI/2014(Vol-3)
Government of Tripura
Office of the Chief Medical Officer
West Tripura, Agartala
Dated, Agartala, the 22/12-/2021.

4) Did the said organization submit clearance certificate from the concerned urban body to the effect that the building has been constructed in pursuance of Tripura Building Rules (Latest) and with due permission?

Answer:- The building constructed comply with all necessary rules and regulation as per Tripura Building Rules, 2004. (Certified copy enclosed)

R.T.I. MATTER
MOST URGENT

NO.F.1(20)-CMO(W)-RTI/2014(Vol-3)
Government of Tripura
Office of the Chief Medical Officer
West Tripura, Agartala
Dated, Agartala, the 02/02-/2022.

5) Did all the hospitals and Nursing Homes that were given provisional license between 24th August 2021 and 30th September, 2021 submit "Clearance certificate from the concerned urban body to the effect that the building has been constructed in pursuance of Tripura Building Rules (Latest) and with due permission". In this connection a letter has been issued to the proprietor of City Hospital to submit the same. (Copy enclosed)

Answer:- City Hospital has not submitted "Clearance certificate from the concerned urban body to the effect that the building has been constructed in pursuance of Tripura Building Rules (Latest) and with due permission". In this connection a letter has been issued to the proprietor of City Hospital to submit the same. (Copy enclosed)

আরটিআই করা একই প্রশ্নের দুটো আলাদা এবং বিপরীতধর্মী উত্তর।

ডা. বাপ্পাদিত্য সোমকে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক গত ২৭ ডিসেম্বর একটি চিঠি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাপ্পাদিত্যবাবুর আরবান লোকাল বডি থেকে ক্লয়ারেন্স সার্টিফিকেট জমা করেননি। নিজেদের মত করে নার্সিং হোমটি গড়ে তুলেছেন। প্রয়োজনীয় অনুমতি যা পুর নিগম এবং অগ্নিনির্বাপক দফতর থেকে নিতে হয় তা উনারা নেননি। গত ২৭ তারিখের চিঠিতে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবানিশ দাস এও বলেছিলেন, ক্লয়ারেন্স সার্টিফিকেটটি জমা না করলে প্রবিশদাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বাতিল ঘোষণা করা হবে। আর তার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল গত ডিসেম্বরের ২৭ তারিখ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এবার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার

Kacchi Ghani MUSTARD OIL

সিস্টার সিসিটার নিশ্চিন্তের প্রতীক এবার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার

নিশ্চিন্তের প্রতীক

সিস্টার

সোজা স্পার্শ্টা

ভাঙছে তৃণমূল

একটা সময় মনে হয়েছিল পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই সুদীপ-রা দল ছাড়বে। কিন্তু দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব পাঁচ রাজ্যের ভোটের মুখেই সুদীপ-দের বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেস দলে নিয়ে এসেছেন। নিশ্চিতভাবে জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক প্রচারে বিজেপি-র দুই বিধায়কের কংগ্রেসের হাত ধরার বিষয়টি বেশি করে কাজে লাগাতে চেয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি এরাভ্যেও ২০২৩ ভোটের প্রস্তুতিতে একটু আগেই নামতে চলছে কংগ্রেস। সুদীপ-রা কংগ্রেসে যোগ দিতেই তৃণমূল কিন্তু ক্রমশঃ জমি হারাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সুদীপ-রা কংগ্রেসে যাওয়ায় এরাভ্যে তৃণমূল আবার পুরোনো অবস্থানে চলে আসবে। সুবল ভৌমিক, প্রকাশ দাস, বাপ্টু চক্রবর্তী-দের দলের লোকদের ধরে রাখাই এখন কঠিন হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত যা খবর, গোটা রাজ্যে যারা এতদিন তৃণমূলে ছিল তাদের বড় অংশ তিন দিনেই কংগ্রেসে। বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ কংগ্রেস অফিস খুলে দিচ্ছে তৃণমূলপন্থীরাই। একই চিত্র আগরতলা শহরেও। খোদ তৃণমূলের অনেক প্রার্থী যারা পুর ভোটে বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াই করে দ্বিতীয় স্থানে ছিল তারাও একে একে কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছে। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস তার শক্তি হারাচ্ছে। সমতলে এখন কংগ্রেস, বিজেপি এবং বামেদের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াইটা হবে। এখানে একটা কথা বলা ভালো, তৃণমূল কিন্তু বঙ্গেই চাপের মুখে। দলের সব পদ তুলে দিয়ে এখন একটি পদ। আর সেখানে মমতা। সুতরাং এরাভ্যেও তৃণমূল আগের জায়গায় যাওয়ার অপেক্ষায়।

বিক্ষোভ

● **আটের পাতার পর** - পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। ফল প্রকাশ করতে এতদিন লাগার কথা নয়। অন্যদিকে জেআরবিট’র নিয়োগ আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন মহলে জেআরবিটি পরীক্ষা নিয়ে নানা ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরাও দাবি করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে রাজা সরকার তাদের কথা বলেই গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদ সৃষ্টি করেছিলেন। এখন প্রতিশ্রুতির খেলা প করাছে সরকার। এদিন আন্দোলনকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপেরও দাবি তুলেছেন। তাদের কথায় সরকারের উপর পূর্ন আস্থা রয়েছে। তাই সরকারের কাছে দাবি তুলেছেন দ্রুত ফল প্রকাশ করার।

দুই বানরের

● **আটের পাতার পর** - না। প্রতিটি ঘটনার পর বন দফতর এবং বিলাগড় থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। এবারও তাই হয়েছে। যে গাড়ির নিচে ঢাপা পড়ে দুটি বানরের মৃত্যু হয়েছে সেই গাড়িটি এখনও সনাক্ত করা যায়নি। কিছুদিন আগে সন্ধ্যার পর একইভাবে বেপরোয়া যান সন্ত্রাসের শিকার হয়ে একটি সজারার মৃত্যু হয়েছিল। বন্যপ্রাণীদের বেঝোরে মৃত্যু বন্ধ করো এমনটাই দাবি স্থানীয়দের।

টিকিট ব্ল্যাক

● **আটের পাতার পর** - কুড়ি টাকা দিলেই আপনার হাতে এসে যাবে ওপিডির টিকিট। তার জন্য একটি চক্র সক্রিয় জিরিতে। বিশেষ করে ওপিডি কাউন্টারের আশপাশে। জিবির বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের একাংশ, স্থানীয় কিছু ব্যবসা আর ওপিডি কাউন্টারে একাংশ কর্মী এই চক্রের সদস্য। সকাল থেকেই এই চক্রের সদস্যরা ওপিডির সামনে ঘুর ঘুর করতে থাকে। কথনো কোনও এক ঝাঁকে রোগী কিংবা রোগীর বাড়ির কউরেক্সনে ক্সনে বলে যাবে, ওপিডির টিকিট লাগলে? এতেন পূর্বের সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাক করার মত। আর এই চক্রের কারণে জিবিতে চিকিৎসা করতে এসে চরম হযরানির শিকার বহু সাধারণ নাগরিক।

অটো চালকরা

● **আটের পাতার পর** - অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। স্থানীয় সূত্রের খবর, বিএমএস’র মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল চরমে। এর জেরেই এক পক্ষের অটো চালকরা অন্যদের উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। রাস্তায় দমকানো হচ্ছে অটো চালকদের। আন্দোলনকারীদের দাবি, তাদের অটো চালাতে বাধা দেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন। এই সরকারটা তাদেরও। স্বপনদের শুধু নয়।

মিছিলে বার্তা

● **তিনের পাতার পর** হলসভার পরই আমবাসা বাজার পরিক্রমা করে বাম ব্রিগেডের বিশাল র্যালি। ২০১৮ সালের পরিবর্তনের পর আমবাসায় কোন বাম দলের পক্ষে বৃহত্তম এই র্যালিতে পা মিলিয়েছে সহস্রাধিক মানুষ। এই র্যালিতে বাম কর্মী সমর্থকদের শারীরিক ভাষােই ধরা পড়েছে তাদের রাজ্য সম্পাদকদের বক্তব্যের প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিতে তৈরী হচ্ছে কমরেডরা। এখন দেখার বিষয় হল যে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কি কৌশল নেয় শাসকদল বিজেপি।

নেশা কারবারিকে ছেড়ে দিলো পুলিশ

● **আটের পাতার পর** - স্থানীয়রা। তারা ওই যুবককে আটক করে খবর দেন পশ্চিম থানায়। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই খুঁত যুবককে দেখা যায় থানা থেকে বেরিয়ে যেতে। এমনকী তার নামে নাকি এনডিএসিএস অ্যান্টে মামলাও নেওয়া হয়নি। থানার ভেতর খুঁত যুবককে শারীরিক লাঞ্ছনা দেওয়ার অভিযোগ উঠে। তবে সন্ধ্যা হতেই পুলিশ অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়া ঘিরে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের ডাক দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর। পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান বাড়িয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে নেশার ব্যবসা আগরতলায় কিছুতেই কমছে না বলে অভিযোগ। এর মধ্যে নেশা কারবারিকে ধরেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পশ্চিম থানার পুলিশ।

চরিএহনন আইনজীবী স্বামীর

● **আটের পাতার পর** - কেনা মূলকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু চড়া দামে বিক্রি হয়ে যান খোদ ধর্মিষার স্বামী। এমনকী নির্বাতিতা তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে ফেলে অন্য এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে বলে অভিযোগ। প্রথমদিকে পুলিশের কাছে নাকি স্ত্রীকে ধর্ষণ করার বয়ানও দিয়েছিলেন। অথচ সোমবার পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজেরা চক্রবর্তীর এজলাসে এসে পুরো উল্টে গেলেন ধর্মিষার আইনজীবী স্বামী। তার বক্তব্য, পুলিশ দুটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়েছিল। কিন্তু কি লেখা রয়েছে তিনি দেখেছেন। সিঙ্গার লিস্টেও না বুঝে স্বাক্ষর করেছেন। ওই সঙ্গে মানসিক বিপর্যস্ত ছিলেন। ২০ বছরের আইনজীবী পেশায় মুক্ত ধর্মিষার স্বামী নাকি প্রথমে ভেবেছিলেন স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পরে বুঝতে পারেন পালা আহমেদের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ধর্ষণ বলে কিছু হয়নি। যে কারণে আলাতল শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সংখ্যালঘু অংশের এই আইনজীবীকে হোস্টাইল ঘোষণা করে। যদিও ধর্মিষের শিকার গৃহবধু আলাতল বিচারকের এজলাসে দাঁড়িয়ে পালা আহমেদের বিরুদ্ধে ব্যবতীয় অভিযোগ করে গেছেন। পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন, পালা আহমেদ তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। অথচ বিদেের সময় যে স্বামী পাশে দাঁড়াবে বলে বিয়ের সময় শপথ নেয় সে-ই আলাতলে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর চরিত্রহনন করে গেলে। এই জন্য নাকি বিপুল টাকাও পেয়েছিলেন। মঙ্গলবার এই মামলায় আলাতলে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা রয়েছে বিধানমন্ডার মুখ্যসচিবতর কাকীরা রায় এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ শুভস্রর নাথের। ধর্মিষার অভিযোগের পর পুলিশ পালা আহমেদের ঘর থেকে বিছানার চাদর-সহ বিভিন্ন জিনিস উদ্ধার করে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে ছিলেন। এসবের পরীক্ষা করিয়েছিলেন শুভস্রর নাথ। তিনি মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিবে আসবেন। সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বক্তব্য নিচ্ছেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট সশ্রুটি কর ভৌমিক।

ভালোবাসার বদলে উচ্ছেদ

● **আটের পাতার পর** - হয়েছে। এইজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগামীদিনের জন্য তৈরি থাকতে হবে। ছোট হকারদের বক্তব্য, আমাদের কারণেই রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা ভোট দিয়েছিলাম। আগামীর জন্য তৈরি থাকতে হুঙ্কার ছুড়েছেন তারা। হকার উচ্ছেদের ঘটনায় বক্তব্য জানিয়েছে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পুরনিগম-সহ কয়েকটি পুর সংস্থা সৌন্দর্য্যময় ও রাস্তা পরিষ্কারের নামে অস্থায়ীভাবে গড়ে তোলা ক্ষুদ্র দোকানদের উপর হামলে পড়ছে। পুরনিগম ও রাজা সরকার বুলডোজার চালিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করেছে। শুল্কভাা রোডে ফুল বিক্রেরা এবং স্ট্রান্ডের উপর রেখে কাপড় ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র নুট করে নিয়ে গেছে পুরনিগমের টাক ফোর্স। ভালেটাইন ডে উপলক্ষে ফুলের বিশেষ বাজার খুলার এই ব্যবসায়ীরা দিশেহারা হয়ে অন্ততপক্ষে একদিন সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু পুরনিগম এবং সরকার নির্দেশে টাক্স ফোর্স অস্থায়ী কাপড়ের স্ট্যান্ড, কাপড়ও নুট করে নিয়ে যা। স্বাভাবিকভাবেই এই জন্য ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ করেন। শবের সৌন্দর্য্যয়ন ও রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে মানুষের চলাফেরার উপযোগী করার বিপক্ষে নয় বামফ্রন্ট কিন্তু মানুষের সম্পদ ধ্বংস এবং নুট করার তীব্র প্রতিবাদ করে। একই সঙ্গে হকারদের ব্যবসা করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি তুলেছে।

পর্যালোচনা বিপ্লবের

● **তিনের পাতার পর** উদ্যোগ নিয়েছে। সভায় সচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ত দফতরের সচিব জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে মোট ৩৭ হাজার ৬৩৫টি শৌচালয় তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি ট্যালেট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ১১ টি। সভায় জলসেচ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের সচিব সভায় জানান, রাজ্যে। মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৪১ হেক্টর। বিভিন্ন দফতরের মাধ্যমে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৫৭ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও পূর্ত দফতরের জলসেচ বিভাগের ২,০৫৫টি বিভিন্ন প্রকল্পে ৮২ হাজার ১৬৭ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এ প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেচ কৃষিকাজের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জল সম্পদ বিভাগের অধীনে যে সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে তা দ্রুত সংস্কার করতে দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিপুল সামগ্রিকের কারণে যে সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলি অচল অবস্থায় রয়েছে তা দ্রুত চালু করতে জল সম্পদ দফতরকে বিদ্যুৎ ও পঞ্চায়েত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মুখ্যসচিব কুমার অলক, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দফতরের সচিব অণুব রায় এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জওয়ানদের ব্যারাকে

● **তিনের পাতার পর** সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও নিয়েও মন্তব্য নেই। তবে করণ অবস্থায় জওয়ানদের রাখা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আগেও দিল্লিতে রাজ্যের জওয়ানদের থাকার জায়গা ঘিরে বহু অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি আবর্জনা ফেলার জায়গার পাশে জওয়ানদের থাকার জায়গা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। কয়েকদিন আগেই ছদ্মশিগড়ে ত্রিপুরার জওয়ানদের ব্যারকে জল জমে থাকার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন ব্যারাকে ছাদ ভেঙে পড়ার ভিডিও। ঘটনা সত্যি হলে রাজা পুলিশ প্রশাসনকে মানবিকতার দিক থেকে দেখার দাবি উঠছে।

পিএইচডি ফোরাম

● **তিনের পাতার পর** হয়ে

বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলো। এখনও রাজ্যে এই ডিগ্রি অর্জন করে বহু বেকার বসে থাকলেও তাদের নিয়োগের বিষয়টি যেন কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তেমনভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। এই ফোরাম মনে করছে, অতিসত্ত্বর সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, প্রফেশনাল কলেজগুলোতে সহকারী অধ্যাপকের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। সরকারকে তার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। কলেজগুলোতে অতিথি অধ্যাপকের পরিবর্তে স্টেট এডভেড সহকারী প্রফেসর হিসেবে স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা, ডিগ্রি কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ নিয়োগ করা, ত্রিপুরা স্থায়ী বসবাসকারীদের প্রার্থী হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি। এইবধ দাবিকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী, এবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয়ে সংগঠিত আশাবাদী এর জন্য সকলেই আন্তরিকভাবে উদ্যোগ থগধ করবেন। রাজ্যে ডিগ্রি অধ্যাপক নিয়োগের বিষয়টি এবার সংকট রয়েছে। ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ৬৬১টি সহকারী অধ্যাপকের শূন্যপদ থাকলেও ২০০রও বেশি

চলছে জিম

● **সাতের পাতার পর** হওয়ার কথা ছিল। ওই সময় বরং প্রস্তুতি বেশ ভালো হয়েছিল। করোনার কারণে রঞ্জি টুফি এক মাস পিছিয়ে যাওয়ার ফলে রাজ দলের প্রস্তুতিতেও কিছুটা বাধা আসে। যদিও ক্রিকেটপ্রেমীরা এখনও হাল ছাড়তে নারাজ। তাদের বিশ্বাস, দলটা ভালোই খেলবে।

মুখে কালি

● **প্রথম পাতার পর** উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মাও এদিকে আর ফিরে তাকাননি। ফলে, গ্রিভেডপ সেল কিংবা নোডাল অফিসার থাকলেও মানুষ আর অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে পারছে না। মানুষের ক্ষোভ যাতে করে চরম আকার নিয়েছে।

বিদায়

● **প্রথম পাতার পর** দিয়েছেন। জানা গেছে, বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার লড়াইয়ে এরাও ছিলেন অন্যতম সৈনিক। এরা মূলত সুদীপ রায় বর্মার হাত রেখেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুদীপবাবু যখন বিজেপি ছেড়েছেন তখন সেই সমস্ত মানুষদের বেশিরভাগই বিজেলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। বাড়ি তে আর বিজেপির কোণকিত্তু রেখে লাভ নেই। বুকে গিয়েই সমস্ত ব্যাজ, ফ্ল্যাগ, পোস্টার সবকিছু বাড়ি থেকে বিদায় করে ফেলেছেন। যা দেখে বিভিন্ন এলাকাতেই পঞ্চায়েত কিংবা নগর পঞ্চায়েতে কর্মকর্তারা সচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে তড়িঘড়ি সরিয়ে নিচ্ছে। যাতে করে তা দেখে সাধারণ মানুষের মনে কোনও সাধারণ মানুষের মধ্যে এত অভিযানে সাধারণ মানুষের চোখকে এড়াতে পারেনি। যা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেরই বক্তব্য, যারা রোগ শ্রমিকদের মজুরি বাড়াররা কথা বলে বাড়াতো পারেননি, শ্রম দিবস বিগুণ করার কথা বলে করতে পারেননি, সপ্তম বেতন কমিশন লাও করার কথা বলে প্রতারণা করেছে, ১০৩২৩ শিক্ষকদের প্রতি মানবিকতা দেখায়নি, সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করেনি, মিসড কল দিয়ে চাকরি দেবে বলে দোয়নি, সামাজিক ভাতা ২ হাজার টাকা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও চাকরি, নির্বাচনের এক বছর আগে পর্যন্ত সরকার যখন এগুলো করতে পারেনি তাই এই শাসক দলের সঙ্গে দেখে আর লাভ নেই। ফলে চৈত্র মাসের ঘর পরিচ্ছন্ন ব র আগেই মাঘের শীতেই ঘর বাড় পেরাঁছ কবে শুদ্ধশাস্তি করে ফেলছেন লোকজনেরা।

ধুন্ধুমার কাণ্ড

● **প্রথম পাতার পর** সভাপতিও আক্রান্ত হন। আর পুরো ঘটনা ঘটে খোদ ইন্দ্রিানারগর পঞ্চায়েতর কার্যালয়ের অন্দরে। বুধ সভাপতি নারায়ণ বিশ্বাস অভিযোগ করছেন, প্রধান তরুণ কান্তি বল নকি ব্রেড দিয়ে তার গলার নলি কেটে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। গোটা ঘটনায় শুধু সাতচাঁদ নয়, গোটা সাতক্ষ মিসড কল দিয়ে চাকরি দেবে বলে দোয়নি, নির্বাচনের এক বছর আগে পর্যন্ত সরকার যখন এগুলো করতে পারেনি তাই এই শাসক দলের সঙ্গে দেখে আর লাভ নেই। ফলে চৈত্র মাসের ঘর পরিচ্ছন্ন ব র আগেই মাঘের শীতেই ঘর বাড় পেরাঁছ কবে শুদ্ধশাস্তি করে ফেলছেন লোকজনেরা।

শূন্যপদ রয়েছে। তাছাড়া ২০০১ সালের ১২টি কলেজের হিসেবে এই ৬৬১টি পদ তৈরি করা হয়েছিলো। বর্তমানে কলেজের সংখ্যা ২২টি এবং পড়ুয়াদের সংখ্যাও অনেক বেশি। তাছাড়া করোনাকালে সবহিকে পাস করিয়ে দেওয়ার কারণে কলেজগুলোতে পড়ুয়াদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতে যেখানে ১ঃ ২৫ থাকার কথা ইউজিসি’র গাইডলাইন অনুসারে। সেখানে ত্রিপুরায় ২১০০ সহকারী অধ্যাপক থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলো বন্ধ্যার তুলে ধরেছে সংগঠন। রাজ্যের বেকারদের মধ্যেও এই উচ্চ ডিগ্রিধারীদের অনেকেই কিছুদিন আগে সহকারী অধ্যাপকের চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু যে সংখ্যায় এবং যে বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছে, তা চাহিদার তুলনায় অনেক কম বলে অনেকেই দাবি। এই পরিস্থিতিতে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের বিষয়টি এবার সরাসরি রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে নিয়ে ফেরার মনে করে তারা উদ্যোগী হবেন। গত কয়েক বছর ধরে কলেজগুলোতে সহকারী অধ্যাপকের সংকট রয়েছে। এই সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা হলে অনেকেই সহকারী অধ্যাপকের চাকরির সুযোগ পানেন। কিছুদিন আগে এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও দেখা করেছেন। তখন শিক্ষামন্ত্রীও তাদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এত সংখ্যক পদে নিয়োগের মেগা উদ্যোগ গ্রহণ করবে কি সরকার?

ক্ষোভ

● **তিনের পাতার পর** কয়েকদিন পর থেকেই নষ্ট হতে শুরু করেছে। এনিয়ে এলাকার কিছু লোক সাংবাদিকদের তেকে নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ উগড়ে দেন। তাদের বক্তব্য, বিজেপি জেট সরকার আসার পর নতুন নতুন ঠিকেশার জন্ম নিয়েছে। দ্রুত প্রচুর টাকাবার মুদ্রা মুদ্রা হওয়ার লোভে সরকারকে বন্দান্না করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। সরকার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করছে এর বেশিরভাগই তারা হাতিয়ে নিতে চাচ্ছে। প্রতিনিয়তই নিদ্রামনের কাজের অভিযোগ উঠছে। একেই এলাকাবাসীরা দাবি তুলেছেন সঠিকভাবে বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তাটি নির্মাণ করা হোক।

জয় উৎসর্গ ঃ মমতা

● **ছয়ের পাতার পর** প্রথমবার এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল তৃণমূল। এই জয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা, শিলিগুড়িতে এই জয় এসেছে রাজা সরকারের উন্নয়নের হাত ধরে। তাঁর কথায়, “শিলিগুড়িতে আজ কল উন্নয়ন হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয়। সেখানে রাস্তা, ফ্লাইওভার, ভোরের আলো এমন সব নানা প্রকল্প আমরা নিরেছি।”উজ্জবঙ্গ গিয়ে পঞ্চদশ কার্মর মূর্তিতে মাল্যদান করবেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। এছাড়াও কোচবিহারেও বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি।

ন্যানোমেডিসিন

● **ছয়ের পাতার পর** ক্যানসার কোষের নিউক্লিওলির সঙ্গে যুক্ত হোক। নিউক্লিওলিন একধরনের বিশেষ প্রোটিন, যা কেবল ক্যানসার কোষেই প্রকাশ পায়। সুস্থ কোষে এরের দেখা যায় না। ল্যাবরেটরিতে ইদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে এ ধরনের ন্যানোবট ক্যানসার কোষের ওপর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শুরু করে দিতে পারে। ভাইরাসকে প্রাকৃতিক ন্যানোমেশিন বলে মনে করা হয়। ভাইরাস শরীরের ভেতর ঢুকে মানুষের দেহকেই সংক্রমিত করে নিজেদের ডিনএ কোষের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এভাবেই ভাইরাস দেহে রোগ তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অক্ষতিকর ভাইরাসকে ন্যানোমেশিন হিসেবে ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে ভাইরাসের বাইরে এমন একটা কৃত্রিম আবরণ তৈরি করে দেওয়া হয়, যাতে এদের দেখতে শরীরের নিজস্ব কোষের মতো দেখায়। তাই আমাদের ইমিউন—ব্যবস্থা তাই ভাইরাসকে ইমিউন সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রবেশের অনুমতি

● **সাতের পাতার পর** প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। করোনার কথা মাথায় রেখে তাঁদের জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হবে বলে জানা

গিয়েছে। ইউনেস্কো ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে টি-২০য়েটি সিরিজ। আমেরাবাদে হওয়া এক দিনের সিরিজে ৩-০ জিতেছে ভারত।

৬১.২০ শতাংশ

● **ছয়ের পাতার পর** বরেলি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিয়া আরন, গদেহ থেকে কীরাত সিংহ গুজর ও নগণাওয়ান আসন থেকে বিজেপির দেবেন্দ্র নাগপাল। লুডহিয়ান সমাজবাদী পার্টির বস্খ্যান নেত্রা মহেশদর আঞ্জনা খান এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সুরেশ খান্নাও।

দফতরের জালিয়াতি প্রকাশ্যে

● **প্রথম পাতার পর** থেকে এক মাস। প্রায় দু’মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও সার্টিফিকেটটি বাতিল হয়নি। বরং অন্য বহু বীকপথ ধরে, বাগ্মদিতাবাবুরা নিজদের ক্ষমতাবলে নার্সিং হোমের আদি নাম পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছেন এবং একই জায়গায় ব্যবসা চলছে। এখন ‘সিটি হসপিটাল’ হয়ে গেছে ‘সিটি নার্সিং হোম’। এই মর্মে গত ৭ জানুয়ারি একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ডা. বাগ্মদিতা সোম, ডা. কণক নারায়ণ ভট্টাচার্য, দীপাঘিটা চাকমা এবং লাভলি রহমান। কিন্তু এই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গেছে দফতরের তারফে ইওয়া ভিন্ন দুটো তারিখে করা আরটিআই’র ঠিক বিপরীত ধর্মী দুটো উত্তর। গত ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ উক্ত নার্সিং হোমটি যে বাড়িতে ভাড়া হিসেবে রয়েছে, সেই বাড়ির মালিকের দায়ের করা আরটিআই’র উত্তর হিসেবে তিনি জানানতে পারেন, ত্রিপুরা বাল্টিং ক্লস এর আইন মোটেই নার্সিং হোমটি গড়া উঠেছে এবং এর প্রয়োজনীয় তথ্যও জমা করেছেন নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে এই মাসের ৩ তারিখ একই বাড়ির এটাই মালিক আরটিআই করে জানতে চেয়েছিলেন, ত্রিপুরা বাল্টিং ক্লসের আইন মোটে নার্সিং হোমটি গড়া হয়েছে তো? উত্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের তারফে এসপিআইও জবাব দিয়ে জানান— ‘সিটি হসপিটাল হাজ নট সাংবিটেড ক্ল্যারেসপ সার্টিফিকেটে ফ্রম ডা কনসার্ড আরবান বডি টু দ্য আফেস্কে ডাট দ্য বাল্টিং হাজ বিন কনস্ট্রাক্টেড ইন পারসুয়েশন অব ত্রিপুরা বাল্টিং ক্লস আন্ড উইথ ডিউ পারমিশন’। অর্থাৎ, আরটিআই-এ করা একই প্রশ্নের দুটো উত্তর। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই নার্সিং হোমটি কিভাবে এখনও নিজেদের প্রবিশাল সার্টিফিকেট দিয়ে কাজ চালাচ্ছে? প্রশ্ন এটাও, সরকারের কোন্ আধিকারিকদের অনুমতিতে একটি নার্সিং হোম নিজের খোয়ালমুখেতে তাদের নাম পাল্টে দিল? ২০২১ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, দেশের সবসহ হসপিটাল এবং নার্সিং হোম চালু করতে গেলে সুনির্দিষ্ট নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের তারফে শাসক দলের প্রধান কার্যালয়ের কয়েক হাত দূরে অবস্থিত নার্সিং হোমটিকে কিভাবে অনুমতি দেওয়া হলো, সেটাই এখন প্রশ্ন। প্রশ্ন, গত ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ পিচিম জেলার সিএমও এক চিঠি মুখে নার্সিং হোমের নাম নিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ ডিসেম্বর, আরেকটি চিঠি দিয়ে সিএমও লোকাল আরবান বডি থেকে ক্ল্যারেসপ সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা বলা হয়। সেটিও মানেননি বাগ্মদিতাবাবুরা। জেলার রেজিস্টারিং অথরিটির তারফে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিজে প্রতীতি চিঠি স্বাক্ষর করেন। সমস্ত নথি ঠিক আছে বলে নার্সিং হোমটিকে অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ যে নথিগুলো জমা করে অনুমতি পেয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রধান নথিটি ভুয়ো। এনিয়েও নানা মহলে ক্ষোভ রয়েছে। দেখার, এ বিষয়টি আদতে কোন্ পথে মোড় নেয়।

জেট পাচ্ছে অবয়ব

● **প্রথম পাতার পর** কেন্দ্রের ক্ষমতায় এলে ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবির যৌক্তিকতা, যথার্থতা নিয়ে সহানুভূতিশীল হবে। বিষয়টি সংশদীয় ফোরামে উপস্থাপিত করলে এ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মিলতে পারে সেই বিষয়েও পিছুপা হবে না কংগ্রেস। মূলত, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের চাহিদাও এতটুকু পর্যন্তই ছিলো। কারণ, তিনি নিজেও জানেন, এডিসি এলাকায় যেখানে ত্রিপ্রাল্যান্ড গঠন করা হবে বাসাবাড়ি ত্রিপুরাতে বেশ কয়েকটি ছিটামিলি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। যা কোনওভাবেই কোনও সরকার, কোনও বিশেষজ্ঞ কমিটি, কোনও কমিশন মেনে নেবে না। ফলে ত্রিপ্রাল্যান্ড কিংবা গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের বাস্তবায়ন যে সুদূর পরাহত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে রাজনীতি করা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ নিশ্চিতভাবেই উপজাতিদের কাছে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার অঙ্গ হিসেবে দেখাতে পারবেন তিনি সংদ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবি এবং কামান চেয়ে বন্দুক পাওয়ার মতো করে আলাদা রাজ্য চেয়ে এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি, দাফতরিক শক্তি বিন্যাস এবং কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে সরাসরি অর্থ প্রদান সহ বেশ কিছু উন্নত চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পেতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ আন্দোলন জারি রেখেছেন বলে মথা সূত্রের খবর। তবে নিজদের মধ্যে প্রাথমিক রণকৌশল হিসেবে ত্রিপ্রা মথা এবং কংগ্রেস ভোটার বহু আগেই আসন বিন্যাস ঘটিয়ে সার্বভৌমতা ঘেতে চাইছে। তাদের বক্তব্য, বিরোধী ভোটকে এক বাল্লে আনতে পারলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা ৩৬ থেকে ৭/৮-এ পৌঁছে দেওয়া যাবে। তাও বিজেপি ভালো ফল করলেই এই আসন পেতে পারে বলে দুই দলের রাজ নেতারা ই মনে করেন। যারা বিজেপির চার বছরে বিরক্ত তারা আশাবাদী রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই পর্যায়েই এগিয়ে যাবে। বিজেপির চিরতায়ন শূন্যতা দিনে দিনে বেড়ে চলবে। এই এক বছরে এই সরকারের পক্ষে মেরোতির সুযোগ আর থাকছে না। ঘোষণা প্রকল্প এইবধ দিয়ে কাজ হবার নয়। প্রকল্প কোথায় বাস্তবের মুখ দেখেছে মানুষ সেইবধ শুধুতে চাইছেই। এমনকী সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকার প্রতিও বেশির ভাগ মানুষ আর লাগায়ত নন। আবার সিপিআইএম’র সেই সব পুরানো মুখগুলি থেকে চান না তারা। ফলে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে এখনো তাজা। যে পরিবর্তন ঘটছে ২০১৮তে তার পরিবর্তন চাইলেও প্রত্যাবর্তন চাইছেন না সিংহভাগ মানুষ। সেদিক থেকে ত্রিপ্রা মথার প্রতি পাহাড়ের সমর্থন এখনো রয়ে গেছে। তাদের প্রতি এখনো অরস দেখাচ্ছেন যদিও গত দশ মাসে তারা তেমন কিছুই করে দেখাতে পারেননি প্যাছ। আইপিএফটির ভরসা একেই হওয়া, সে হলো মথা। কিন্তু তারা সবাই মথামুখী হচ্ছেন না বলেও সম্মত। প্রাথমিক হিসাব নিকাশ পাচ্চাতে পারে যদি শাসক দল কোনও জাদুমন্ত্রবলে পাহাড়ে তাদের ঘর ওছাতে পারে এবং সমতলেও তাদের সাংগঠনিক উদ্দীপনা ভাগিয়ে তুলতে পারেন। যা খুবই কঠিন বলে মনে হচ্ছে এই সময়ে দাঁড়িয়ে।

ফের সংশয়

● **সাতের পাতার পর** এখনও কেন সমস্যা জইয়ে রাখা হচ্ছে। ক্রিকেট গুরুর ব্যাপারে সচিব যখন ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন তখন তার কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তো প্রকৃত ক্রিকেটীয় উন্নয়ন। কিন্তু এখানেও প্রতি পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের অভিযোগ, রাজ্যের ক্রিকেটের ইতিহাসে বর্তমান কমিটি সর্বকালীন অপসার্থতার নজির গড়ে ছেে। রাজ্যের ক্রিকেটকে একেবারে ধ্বংসাং করে দিয়েছে। এই অবস্থায় যখন কেউ কেউ পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে তখন সেখানেও বাধা। স্বভাবতই বিভিন্ন কোটিং সেন্টারের কর্ণধারারও ফের আশঙ্কিত হয়ে পড়ছে। তাদের প্রশ্ন, প্রশাসনিক সমস্যার প্রভাবে কেন ভুগতে হবে ক্রিকেটারদের। কেন ক্রিকেটীয় পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য একযোগে কাজ করবে না।

কোর্টেও বহাল

● **প্রথম পাতার পর** মীমাংসা, ঘটনা, ইত্যাদি নজরে রেখে সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্তের সাজা কমিয়ে দেয়। ইতিমধ্যেই যতদিন জেলে ছিলেন অভিযুক্ত, ততটাই শাস্তির পরিমাণ করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্ট সেই সম্পর্কে বলেছিল যে দুইটি মামলার ঘটনা ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা।এই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত (বিমল) সুপ্রিম কোর্টে গেই রায় ধরে কোনও সুবিধা পেতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের অজ্ঞার রাস্তোগি এবং অভয় এস ওকার বেধে বিমল যাচ্ছে তারা আপেলেন নির্দেশ দিয়ে বলেছে যে ট্রায়ালের পর আপেলনকারীকে আইপিসি’র ৩৫৪ ধারায় দৌষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাইকোর্টেও তা বজায় রেখেছে।এখন আপেলনকারী বলছেন যে, আপেলনকারী ও অভিযোগকারী-নির্বাতিতার মধ্যে মীমাংসা হয়ে গেছে। দৌষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে হওয়া এরকম মীমাংসায় নজর দেওয়ার কোনও কারণ নেই।

হামলাকারীরা

● **প্রথম পাতার পর** বাড়িতে বাইকে বাহিনী হামলে পড়ে। ঘরের তিনের বেড়া ধরে ফেলে, পেট্রোল ঢেলে আঙন খরিয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘরে অজ্ঞা নমঃ’র স্ত্রী, বাবা-মা প্রমুখ ছিলেন। বাড়ি আক্রমণ হয়েছে চলে গেয়ে তারা পেছনদের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এক সময় তারা সাহায্য চেয়ে চিৎকার করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিবেশীরা বেরিয়ে আসেন, বাইকে বাহিনী লোকজন দেখে পালাতে থাকে, তাদের নথ্বর পর্যন্ত তাড়া করে দিয়ে আসেন মানুষ। এলাকায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তারা আর আক্রমণ করতে এলে কাউকেই ছাড়া হবে না। দৃষ্টান্তিকারীদের চিহ্নিত করতে পেরেছেন মানুষজন। তাদের নামে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানানো হবে। মধ্যরাতে ফায়ার সার্ভিসও পৌঁছেছিল আঙন নেভাতে। অজ্ঞা নমঃ প্রাথমিকস্তরের শিক্ষক ছিলেন। তার বাবা অধীর নমঃ-কে শাসক দলের ক্যাডাররা রাস্তাঘাটে সব সময়েই উত্যক্ত করে, অস্ত্রীল গ

খবরের জেরে পরিদর্শন

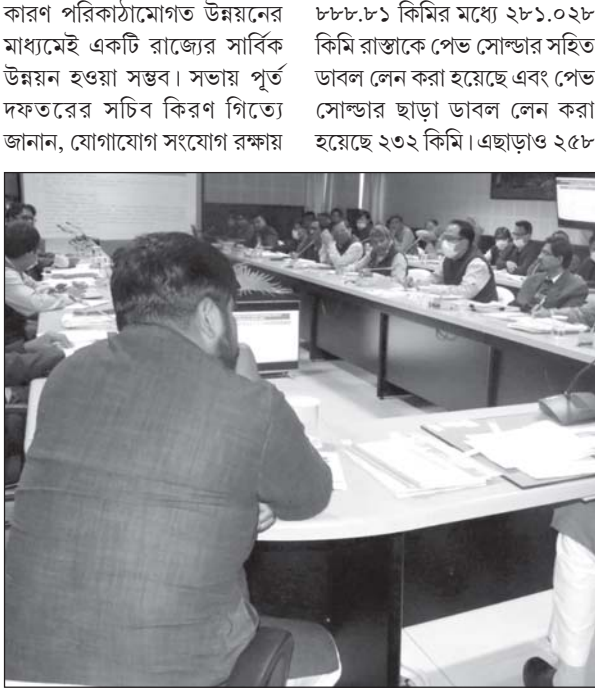
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিবাদী কলম’র খবরের জেরে অবশেষে টনক নড়লো চড়িলাম ব্লকের আধিকারিকদের। সোমবার চড়ি লাম ব্লকের আধিকারিক জয়দীপ চক্রবর্তী এবং ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেবনাথ থালাতাড়া এবং বনকুমারী এলাকায় সংযোগ স্থাপনকারী বাঁশের সাঁকো পরিদর্শন করেন। তারা দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নাগরিকদের সাথে কথা বলেন। কিভাবে দুই গ্রামের মানুষের জন্য ব্রিজ নির্মাণ করে দেওয়া যায় সেই বিষয়টি এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় নাগরিকরা রবিবার জানিয়েছিলেন ফুটব্রিজ নির্মাণ করার জন্য অনেকদিন ধরেই দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই দাবি পূরণ হয়নি। এখনও দুই এলাকার মানুষ কিভাবে বাঁশের সাঁকোর উপর ভর করে চলাচল করেন, সেই বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে উঠে আসার পর আধিকারিকরা নড়েচড়ে বসেছেন। ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেবনাথ সেখানে গিয়ে মাপঝোক মেরেন। তারা জানিয়েছেন, ১৬ মিটার দৈর্ঘ্যের ফুটব্রিজ নির্মাণ করার প্রস্তাব উপর মহলে পাঠানো হবে। আনুমানিক ব্যয় হতে পারে ২৫ লক্ষ টাকা। খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই রক আধিকারিকরা এলাকায় ছুটে আসায় স্থানীয় নাগরিকরা খুবই খুশি। তারা এখন আশা করছেন খুব শীঘ্রই হয়তো তাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে পারে।

পিএইচডি ফোরাম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজাপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের, সচিবকে একই দাবির ভিত্তিতে আরকলিপি প্রদান করেছে ত্রিপুরা নেট-স্লেট-পিএইচডি ফোরাম। তারা চিঠিতে উল্লেখ করেছে এই সময়ের মধ্যে অন্যতম দাবি গুণগত শিক্ষার প্রসারে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামোর সাথে নতুনভাবে বিষয় সংযোজন করা, অতি শীঘ্রই সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ করে ডিগ্রি কলেজগুলোতে অধ্যাপক সংকট হ্রাস করা, স্থানীয়দের গুরুত্ব দিয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়েছে। এসব বিষয়গুলো আগেই সংগঠন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্যাডেট স্কুলে ধরেছে। ত্রিপুরা নেট-স্লেট-পিএইচডি ফোরাম এর আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি ●এরপর দুইয়ের পাঠায়

সুশান্তুকে পাশে নিয়ে দফতরের পর্যালোচনা বিপ্লবের

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জল জীবন মিশনে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। বেশি পরিমাণ চাষ যোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে পরিসংখ্যনা গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলছে তা নিয়মিত পর্যালোচনাও করতে হবে। সোমবার সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে পূর্ত দফতরের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় পূর্ত দফতরের বিভিন্ন বিভাগ যেমন, জল সম্পদ, গ্রাম সড়ক যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন (ধার্মীণ), ন্যাশনাল হাইওয়ে, সড়ক ও সেতু ইত্যাদি বিভাগগুলির পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।



রাজ্যে মোট ৮৮৮.৮১ কিমি ন্যাশনাল হাইওয়ে, ১,০৫৭ কিমি স্টেট হাইওয়ে, ৪৬১ কিমি জেলা সড়ক এবং ৯,৬৮৫ কিমি গ্রামীণ সড়ক রয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ের

কিমি জাতীয় সড়কের ডাবল লেনের কাজ চলছে। তিনি জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১,৬৩৩ কিমি রাস্তা সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছে পূর্ত দফতর। ইতিমধ্যেই ১,

৪৪৯.২৫ কিমি রাস্তা সংস্কারের কাজ দফতর শেষ করেছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১, ০৫৯ কিমি রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।



দফতরের সচিব আরও জানান, পূর্ত

দফতর ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৪৫টি আরসিসি ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ছিলো। এরমধ্যে ৭টি আরসিসি ব্রিজ নির্মাণের কাজ

নিম্নমানের রাস্তা, স্কোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। নব্য ঠিকেশ্বরের কাজে অসন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা। নিম্নমানের কাজ করে বিপুল টাকা লুণ্ঠনে নামলো কিছু নব্য ঠিকেশ্বর। এই অভিযোগ থিরে স্কোভ তৈরি হয়েছে কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজে। এই এলাকাতেই কিছু ঠিকেশ্বর নিম্নমানের কাজ করে রাতারাতি বিপুল টাকার সম্পত্তি বানিয়ে নিতে চাইছে বলে অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এই দুর্নীতি করা হচ্ছে। জানা গেছে, কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের শ্রীকান্তবাড়ি থেকে কাছতারা রিয়াং পাড়া পর্যন্ত ৭ কিলোমিটারের উপর রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। রাস্তা নির্মাণের ঠিকেশ্বরের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেসার্স পবি ট্যাকনোলজি কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডকে। এই জন্য ৬ কোটি টাকার উপর বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ঠিকেশ্বর নিম্নমানের কাজ করেছে। যেভাবে রাস্তা নির্মাণের জন্য সামগ্রী দিতে হয় তা দেওয়া হচ্ছে না। যে কারণে রাস্তাটি সম্পূর্ণ করার ●এরপর দুইয়ের পাঠায়

পোস্ট অফিসে অগ্নিশর্মা প্রাক্তন চেয়ারম্যান !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। তিনি পূর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বর্তমানে মন্ত্রল নেত্রী। রাজ্যের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে নেতা-নেত্রীদের জন্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা থাকলেও সোমবার বেশকিছু কারণ নিয়ে বিশালগড় ব্রিজ চৌমুহ্নিনস্থিত পোস্ট অফিসে গিয়ে রেলগে যান বিশালগড় পূর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বর্তমান মন্ত্রল নেত্রী রূপালী দে। রূপালী দে’র সাথে প্রতিবাদ করেছেন অন্যান্য এজেন্ট থেকে শুরু করে গ্রাহকরা। তবে রূপালী দে’র মনে কতটা ভয়



থাকলে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে আগে থেকেই বলছেন আজ প্রতিবাদ করলে হয়তো আগামী মাসে এসে দেখবেন তার লাইসেন্স বাদ হয়ে গেছে। অভিযোগ, পোস্ট অফিসের একাংশ কর্মীর কল্যাণে কাজকর্ম লাটে উঠেছে। এজেন্টরা তো বটেই সাধারণ গ্রাহকরা যে পোস্ট অফিসে টাকা জমা করতে এসে কতটা হয়রানির শিকার হন তা আর বলার অপেক্ষা রাখা নে। অভিযোগ, পোস্ট অফিসে বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। প্রাক্তন চেয়ারম্যান রূপালী দে সহ অন্যান্য এজেন্টদের পোস্ট অফিসে এসে মাটিতে বসে কাজ করার দৃশ্য দেখা গেছে। সোমবার এ নিয়ে পোস্ট অফিসের কর্মীদের সাথে এজেন্টদের তকবিরতকও হয়েছে বলে খবর। অভিযোগ, এজেন্টরা যতজন গ্রাহক এনে দেন সেই বইগুলি থেকে ২০ থেকে ৫০ টাকা কমিশন দিতে হয় কর্মীদের। নাহলে তাদের পাড়া দেওয়া হয় না। তবে বিশালগড় পোস্ট অফিসে সাধারণ গ্রাহকরা এসে যে প্রায়শই হয়রানির শিকার হন এসব অভিযোগ আগে থেকেই আছে। যেখানে এজেন্টদের জন্য বসার জায়গা নেই, সেই পোস্ট অফিসের পরিষেবা কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

পুলিশই যানজটের মূল কারণ, দুর্ভোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। জাতীয় সড়কের সংস্কারের কাজ মাঝপথে আটকে থাকায় ক্ষুব্ধ মহকুমাবাসী। অনেকদিন যাবৎ তেলিয়ামুড়া শহর এলাকার জাতীয় সড়কে বহোল দশায় পরিণত ছিল। সংবাদের জেরে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দফতর রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত দেয়। তেলিয়ামুড়া শহরের উপর দিয়ে চলা আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের হরিারাজ্যের একটি কোম্পানি রাস্তা মেরামতের কাজে হাত লাগায়। যদিও তাদের কাজ বাধ সাধে তেলিয়ামুড়া থানার সমুখের রাখা বিভিন্ন মামলায় আটককৃত এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি। থানাবাবুদের উদাসীনতায়



এবং বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত কিংবা পাচারকার্যে ব্যবহৃত গাড়িগুলিকে রাখার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই থানার সামনে প্রতিদিনই যানজট দেখা দেয়। এ নিয়ে বেশ কয়েকদিন যল্লও করে সংবাদ সম্প্রচারিত হলেও মহকুমা প্রশাসনের কোনো হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া পূর পরিষদের পুরসিলা রূপক সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি সম্পর্কে বহিরাঙ্গের কোম্পানি তেলিয়ামুড়া পূর পরিষদ বা তাকে অবগত করেনি। যদিও এ বিষয়ে তিনি মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তেলিয়ামুড়া থানার সামনে থেকে গাড়িগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি বলেছেন। দাবি উঠছে, খতি ক্রত যেন গাড়িগুলোকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। তা না হলে একদিকে যেমন থানা চত্বরে এলাকার জাতীয় সড়ক মেরামত করা সম্ভব হবে না, ঠিক তেমনি প্রতিদিনকার যানজট লেগেই থাকবে যা দুর্ঘটনার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদিও বিগত বছরগুলোতে তেলিয়ামুড়া শহরকে সুন্দর করে তোলার পরিকল্পনা বেশ কয়েকবার নিলেও তা বাস্তবে পরিণত হয়নি বলে অভিযোগ উঠে আসছে। এখন দেখার বিষয় থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলিকে অন্যত্র কোথায় নিয়ে রাখা হয়।

নিয়ন্ত্রণের পথে করোন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সংক্রমণ আরও নামলো। সোমবার ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ৪জন পজিটিভ রোগী পাওয়া গেছে। এই সময়েও করোনার নিয়ন্ত্রণা জারি রয়েছে রাজ্যে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ১ হাজার ২৫৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজন পজিটিভ শনাক্ত হন। এই সময়ে আরও ৫৩জন করোনামুক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাসীনি অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এখনে দাঁড়িয়েছে ১৫৭ জনে। এদিকে দেশে নেমেছে ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা। এই সময়ে দেশে ৩৪ হাজার ১১৩জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩৪৬জন।

অভিযুক্তরা ফের রিমান্ডে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলোঘর, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। মেলোঘর থানাধীন পোয়াংবাড়ি এলাকার বলরাম দেবনাথ হতাকাণ্ডের ধৃত অভিযুক্ত তিনজনের ফের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করলো আদালত। গত ৮ ফেব্রুয়ারি সজীব বর্মণের বাড়িতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন বলরাম দেবনাথ। চারজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের হলে তিনজন গ্রেফতার হয়। অপর অভিযুক্ত টুটন সরকার এখনও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ধৃত তিন অভিযুক্ত প্রসেনজি নন্ড, রতন নন্ড এবং বাদল নন্ড’কে গ্রেফতারের পর আদালতে পেশ করা হলে চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছিল। সোমবার তাদের পুনরায় আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশের তরফ থেকে ফের রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি পুনরায় তাদের আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ ধৃত অভিযুক্তদের জেরা করে টুটন সরকারের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যান সন্ত্রাসে

হাসপাতালে ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বাইক এবং বাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম দুই ব্যক্তি। আহতদের চিকিৎসা চলছে জিবিপি হাসপাতালে। তাদের নাম আশিস লস্কর এবং প্রদীপ ভৌমিক। জানা গেছে, সাক্রম মনু বাজারের দিকে যাচ্ছি লেন আশিস লস্কর। উল্টোদিক থেকে রবিবার রাত ৭টা নাগাদ ফিরছিলেন প্রদীপ ভৌমিক। তিনি বাইসাইকেলে ছিলেন। মনু বাজারের কাছে আসতেই বাইক এবং বাই সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় দু’জনকে প্রথমে সাক্রমের মনু হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে। গভীর রাতে জখম দু’জনকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাদের অবস্থা গুরুতর বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় সড়কে প্রত্যেকদিনই রক্ত ঝরছে। এই তালিকায় যুক্ত হলো আরও দুই নাম।

তুষার কান্তি রায় স্মরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সিআইটিইউ’র উদ্যোগে প্রয়াত তুষার কান্তি রায় স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভার শুরুতেই প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ



নিবেদন করেন মানিক দে, পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরা। প্রয়াত নেতার জীবনের নানা দিকগুলো তুলে ধরে তারা তাকে পাঠ্য্য করে চলার আহ্বান রেখেছে।

রাজপথে উজ্জীবিত বাম, মিছিলে বার্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য প্রশাসনে বিজেপি এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদে তিপ্রা মথা উভয়ই উন্নয়নের নামে সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে লুটপাট। অখচ এরা একে অপরের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করছে না। আর এতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, করে খাওয়ার রাজনীতির স্বার্থে এই দুটি দলের মধ্যে একটি অদৃশ্য ছায়াজোট চলছে রাজ্যে। যার পরিণামে রাজ্যের সমতল থেকে পাছাড় সর্বত্র ব্রাহি ব্রাহি রব উঠেছে সাধারণ

মানুষের মধ্যে। রাজ্য ও এডিসির দুই ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে এই ভাষাতেই তোপ দাগলেন প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। দলের উপজাতি যুব সংগঠন তথা টি ওয়াই এফ এর ৫৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোমবার আমবাসা টাউন হলে আয়োজিত ধলাই জেলা ভিত্তিক হলসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উগ্র রাষ্ট্রবাদী বিজেপি এবং উগ্র আঞ্চলিকতাবাদী তিপ্রা মথার মধ্যে ছায়াজোটের মত গুরুতর



অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, ২ হাজার টাকা সামাজিক ভাতা সহ আরো কত শত মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যায়



ত্রিশঙ্কু লড়াইয়েও বার নির্বাচনে হারের আশঙ্কা

ভোট স্থগিত চেয়ে শাসকদলীয়দের তোড়জোড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ভোটার তালিকায গরমিলের অভিযোগে ত্রিপুরা বারের নির্বাচন স্থগিত রাখতে সোমবার দাবি তুললেন ১০ ত্রিপুরা বার সদস্য আইনজীবী। এদিন আসাম ত্রিপুরা বার নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরীর কাছে এক চিঠিতে নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবি করেন আইনজীবীরা। এদের দাবি, ভোটার তালিকা প্রস্তুতের সমত তাদের দাবি আপত্তি গুরুত্ব দিয়ে শুনেই বর্তমান পরিচালন কমিটি। তাই সঠিক ভোটার তালিকার প্রস্তুতি সাপেক্ষে নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক। এদিন এই ১০ আইনজীবীর এই চিঠি নিয়ে আগরতলা আদালত চত্বরে দারূণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, এই ১০ আইনজীবী বর্তমানে বিজেপি

লিগ্যাল সেলের সদস্য বলে পরিচিত হলেও বিগত দিনে এদের মধ্যে অনেকেই বামপন্থী আইনজীবী সংগঠনের সদস্য ছিলেন। বার কয়েক এরা বামপন্থী আইনজীবী সংগঠনের মনোনীত সদস্য হয়ে ত্রিপুরা বার আসোসিয়েশনের পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমানে অবশ্য এদের পরিচয় শাসকদলীয় আইনজীবী সংগঠনের সদস্য। এদিন সদস্য আইনজীবীদের কাছ থেকে এই আপত্তির চিঠি পেয়ে রিটার্নিং অফিসার সন্দীপ দত্ত চৌধুরী তড়িঘড়ি বারের সভাপতি ও সচিবকে নিয়ে বৈঠকে বসতে চাইছিলেন। কিন্তু কাজের চাপে দুই আইনজীবী উপস্থিত হতে না পারলে সোমবারের মতো আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। এই বিষয়ে মঙ্গলবার বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বর্তমান পরিচালন কমিটিকে

সময় দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবারই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেনেন রিটার্নিং অফিসার। বার সূত্রে খবর, রিটার্নিং অফিসারের কাছে এই বিষয়ে ভিন-ভিনটি রাস্তা খোলা রয়েছে। আবেদনকারীদের আবেদন মেনে ভোটার তালিকা সংশোধন অথবা বিষয়টিকে ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধারণ সভায় আলোচনার জন্য পাঠাতে পারেন রিটার্নিং অফিসার। আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে নির্বাচন স্থগিত করে দিতে পারেন। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে আপাতত কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু বার নির্বাচন স্থগিত রাখা নিয়ে এই ১০ আইনজীবীর চিঠির নানা রাজনৈতিক তর্জমা চলছে। রাজ্যে বার নির্বাচন রাজ্য রাজনীতিতে কোনও ধরনের প্রভাব না ফেললেও এর একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সেই হিসেবে এই বছর বার নির্বাচনে আর দ্বিধাশী লড়াই থাকছে না। কংগ্রেস

আইনজীবী সংগঠন, বামপন্থী আইনজীবী সংগঠন এবং বিজেপির আইনজীবীরা আলাদা আলাদাভাবে লড়াই করবেন বলেই অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু এরপরও কেন এই শাসকদলীয় আইনজীবীদের এই উদ্যোগ তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বার সদস্যদের মধ্যে। বিজেপি আইনজীবী সংগঠন সূত্রে খবর, লড়াই ত্রিমুখী হলেও বর্তমান বিজেপি সরকারের ভূমিকায় শাসক দলীয় আইনজীবীদের মধ্যেও একটা স্কোভ দেখা দিয়েছে। যার প্রভাব পড়তে পারে আসম বার নির্বাচনে। তাই এই বছরও বার নির্বাচনে বিশেষ সাফল্য আশা করছে না শাসকদলীয় আইনজীবী সংগঠন। পরাজয় সুনিশ্চিত আশঙ্কাতেই গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন সাধারণ আইনজীবীরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

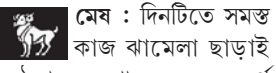


প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। পুলওয়ামায় নিহত সিআরপিএফ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানালো ত্রিপুরাও। রাজ্যে সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়নের মধ্যে নিহত জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে। সোমবার শালবাগানে সিআরপিএফ’র ১২৪নং ব্যাটেলিয়নে নিহত জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট মুকেশ ত্যাগী-সহ অন্যরা। মুকেশ জানিয়েছেন, ১৪ ফেব্রুয়ারি এমনই দিনে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন ৪০জন জওয়ান। তাদের গোটা দেশ মানে রাখবে। শহিদদের অবদান যেন আমরা না ভুলি গোটা দেশ একাবদ্ধ থাকুক। শহিদ জওয়ানদের এটাই হবে শ্রদ্ধাঞ্জলি। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুলওয়ামার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। যুব কংগ্রেস সহ বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান এদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এদিকে বৈরাগী বাজারে বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয় এলাকার যুবকদের উদ্যোগে।

হয়রানির শিকার আইনজীবী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। আধার কার্ড নিয়ে হয়রানির শিকার হলেন আইনজীবী কেশরাম দেববর্ম। সোমবার দুপুরে তিনি বিশ্রামগঞ্জ ডিসিএম’র অফিসে আধার কার্ড সংগ্রহ করতে আসেন। চড়িলাম ব্লকের বাথানমুড়া ভিলেজের আমতলি এলাকায় তার বাড়ি। কেশরাম দেববর্মী নিক্শের মেয়ে এবং নাতনিকে নিয়ে আধার কার্ড সংগ্রহ করতে আসেন। ডিসিএম অফিস চত্বরে সিএসসি’তে এসে যোগাযোগ করার পর তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় এই মুহূর্তে আধার করা যাবে না। কেশরাম দেববর্মী এদিন তার নাতনির আধার কার্ড সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। সিএসসি’র তরফ থেকে তাকে বলা হয় তিনি যে নাতনির জন্মের শংসাপত্র নিয়ে এসেছেন তাতে কিছু তথ্য অস্পষ্টভাবে লেখা আছে। সেই কারণেই জন্মের শংসাপত্র স্পষ্ট করে লেখা না হলে আধার কার্ড করে দেওয়া যাবে না। আইনজীবীর বক্তব্য, তিনি সেই শংসাপত্র আগরতলা পুর নিগম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তারা যদি অস্পষ্টভাবে তথ্য লিখে থাকে তাহলে তাদের ভুল কোথায়? তবে আইনজীবীর বক্তব্য, জন্মের শংসাপত্রে সব তথ্য স্পষ্টভাবেই লেখা আছে। তবে কি কারণে তাকে আধার কার্ড দেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আইনজীবী অবশ্য সিএসসি’র কর্মীকে বলেছিলেন কি কারণে আধার কার্ড করা যাবে না তা যেন লিখে দেওয়া হয়। কিন্তু সিএসসি’র কর্মী তাও করতে চাননি। কেশরাম দেববর্মীর প্রশ্ন,একজন আইনজীবীর সাথে যদি এই ধরনের হয়রানি হয়ে থাকে তাহলে অন্য সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন?

আজকের দিনটি কেমন যাবে



মেঘ : দিনটিতে সমস্ত কাজ ঝামেলা ছাড়াই সূষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন। অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীর জন্ম দিনটি অতি শুভ। চাকরিজীবীরা কৌশলী থেকে এক মহৎ ও উদার মনের পরিচয় দিয়ে অশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলুন।

বৃষ্টি : দিনটিতে সমস্ত কাজ ঝামেলা ছাড়াই সূষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন। অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীর জন্ম দিনটি অতি শুভ। চাকরিজীবীরা কৌশলী থেকে এক মহৎ ও উদার মনের পরিচয় দিয়ে অশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলুন।

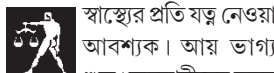
মিথুন : দিনটিতে মানসিক শান্তি লাভ করা কঠিন হবে। বন্ধু বাস্তবের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পাবেন না। প্রতিপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। কারো প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্বের দৃষ্টি সময় কেটে যাবে।

কর্কট : দিনটিতে সামাজিক কাজে যথেষ্ট উৎসাহিত হতে পারবেন। সুজনশীল পেশার মাধ্যমে প্রশংসার পাশাপাশি অর্থান্বিত হবেন। প্রকৌশলী, সাহিত্যিক পেশাজীবীরা শুভ সময়।

সিংহ : দিনটিতে কাজকর্ম বিশেষ সুফল লাভ করবেন এবং সুনাম বাড়বে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সমস্ত কাজ এতদিন করতে পারেননি সেইসব কাজ করার উপযুক্ত দিন। আজ। ব্যবসায় ততটা লাভবান নাও হতে পারেন।

কন্যা : গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে হাত দেওয়াই এই দিনটিতে ঠিক হবে না। কোনো সহকর্মী আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সেই দিক থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারো সন্দেহ মতবিরোধ হলে ঘটনা যেন অন্যদিকে মোড় নিতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য লিখতে হবে। ব্যবসায়ী ভাগ্য শুভ।

তুলা : উত্তেজনার বশবত্তী হয়ে কারো সাথে বিনা কারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। শরীর



স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া আবশ্যক। আয় ভাগ্য শুভ। ব্যবসায়ীদের নতুন চিন্তা এবং আইডিয়া আসবে যার মাধ্যমে উপার্জন বেশ ভাল হবে।

বৃষ্টি : দিনটিতে প্রেমের ক্ষেত্রে মান অভিযান চলতে পারে। প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। শেখালের বশে ছেলে মানুষী কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করবেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে সবকাজই সুন্দরভাবে শেষ হবে। অর্থ লাভ যোগ্য। উর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল।

শনু : দিনের কাজ দিনে শেষ করাই ভাল। কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থদের কারণে যে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজকের দিনে মিটে যেতে পারে। নতুন প্রেমের দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। অত্যাধিক কাজের চাপে আপনাকে দিশেহারা করে তুলবে।

মকর : দিনটিতে পারিবারিক কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। শিক্ষামূলক কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য বিশেষভাবে শুভ। দাম্পত্য জীবন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট শান্তি বিরাজ করবে।

কুম্ভ : রোমাণ্টিক যোগাযোগ বাড়তে প্রেমিক জাতকের। সন্তানের কারণে মন বিচলিত হতে পারে। আপনার কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রেমের ব্যাপারে মনোমালিন্য পরিহার করুন, অর্থভাগ্য শুভ।

মীন : দিনটিতে চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সহকর্মীরা কেউ ষড়যন্ত্র করলে তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। দিনটিতে অসমাপ্ত কাজকর্ম গুছিয়ে আনতে পারবেন ও কর্মস্থলে কাজের মাত্রা বেড়ে যাবে। তবে ধর্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ আসতে পারে।

উপনির্বাচন এড়াতে আরও এক ধাপ এগোলেন অধ্যক্ষ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ৬-আগরতলা কিংবা ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত যত তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব হলো, সিমনায় যেন আটকে গেলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। সুরমা কেন্দ্রের বিষয়টিও যত তাড়াতাড়ি নেওয়া হলো সিমনা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে যেন বাধা পড়ে গেলেন তিনি। এ যেন অদৃশ্য শক্তির কাছে নিরপেক্ষ আসনের অধ্যক্ষ হেরে গেলেন! প্রসঙ্গ সিমনা কেন্দ্রের বিধায়কের ইস্তফাগ্রহণ। আইপিএফটির তরফে প্রথম তাদের দলের বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মাকে ‘অযোগ্য’ ঘোষণা করার দাবিতে চিঠি দেওয়া হয়েছিলো তৎকালীন অধ্যক্ষকে। কিন্তু ওই সময় বিষয়টি পাথরচাপা ছিলো। তারপর বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে আশিস দাসের ঘটনাটি প্রকাশ করার পর। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? এই বিষয়টি যখন প্রকাশ্যে চলে এলো তখনই রতন চক্রবর্তী বলেছেন, যুব শীঘ্রই এর একটা বিহিত হবে। কিন্তু বিহিত করতে গিয়েও আরও এক ধাপ উপ নির্বাচন এড়ানোর রাস্তায় এগিয়ে

গেলেন তিনি। আগামী ৬ এপ্রিল এই সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা কিংবা উপস্থিত থাকার কথা বৃষকেতু ও আইপিএফটি দলের সুপ্রিমোকে বলা হলেও তার পরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তির চাপে বিলম্ব করতে পারেন অধ্যক্ষ। যতটুকু খবর, বৃষকেতু জানিয়ে দিয়েছেন,তিনি তার পদত্যাগে অনড় আছেন। অর্থাৎ তিনি তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেবেন না। তাছাড়া গত অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এমনকী বর্তমানে তিনি তিপ্রা মধ্য যোগ দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, সিমনায় বিজেপি এবং আইপিএফটির শক্তি দুর্বল। আর সেই কারণে সেখানে উপ নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে নারাজ। আইপিএফটি এবং বিজেপি উভয় শিবিরই। তাই অধ্যক্ষকে বাগে এনে পুরো প্রক্রিয়া বিলম্ব করার রাস্তায় হেঁটেছেন আইপিএফটির সুপ্রিমো। যদিও বর্তমানে তিনি অসুস্থ, তার আগেও এমন বহু চিঠি এড়িয়ে গেলেন সকলে। তাছাড়া বৃষকেতু বরাবরই দাবি করেন, তিনি তিপ্রা মধ্য হয়ে মানুষের

জন্য কাজ করছেন। তার ঘনিষ্ঠ মহল এদিন জানিয়েছে, সিমনা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় তিপ্রা মধ্য যোগদানকারী বৃষকেতু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। যতটুকু খবর, যুবাদের নিয়ে কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন বৃষকেতু। সংবাদভবন তাকে ফোন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, পূর্বের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাই বহাল থাকবে। সিদ্ধান্ত বদলের কোনও কারণ নেই। জানা গেছে, বৃষকেতুকে অযোগ্য বিধায়ক হিসেবে অধ্যক্ষ যদি ঘোষণা করেন তাহলে তিনি ওই কেন্দ্রে আর দাঁড়াতে পারবেন না। এতে আইপিএফটির দাবির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে। আবার এই বিষয়টির প্রক্রিয়া আরও কয়েক মাস পিছিয়ে নিতে পারলে ২০২৩ সালের ছয় মাস আগে উপ নির্বাচনের আর বাধ্যবাধকতা থাকলো না। যদি পরবর্তী সময়ে বৃষকেতু সম্পর্কে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তা ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যেই তাহলে সাপও মারা গেলো লাঠিও ভাঙলো না নীতিতে সফল হতে পারবেন কুশীলবরা।

ক্রমশ জোরালো হচ্ছে খুনিদের গ্রেফতারের দাবি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বেণু বিশ্বাস খুনের ঘটনায় পুলিশ এখনও কোন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেনি। তবে বামপন্থীরা পুলিশের নীরব মনোভাব নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সোমবারও বিলোনিয়া শহরে বেণু বিশ্বাস হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল সংগঠিত হয়। বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটির সূচনা হয়। সেই মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে বেণু বিশ্বাসের খুনিদের গ্রেফতারের দাবি জোরালো করেছে। মিছিলের পর হয় পথসভা। সেখানে ভাষণ রাখতে গিয়ে শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক,



দীপঙ্কর সেন, মধুসূদন দত্ত-সহ অন্যান্যরা দাবি জানান বেণু বিশ্বাসের উপর আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তারা বিজেপি-আইপিএফটি জোট

সরকারের কাজকর্ম নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন। এদিনের মিছিলের মধ্য দিয়ে বাম নেতা-কর্মীরা বুঝিয়ে দিয়েছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত বেণু বিশ্বাসের

টিইসিসি’র তীব্র নিন্দা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির এইচবি রোড সমন্বয় ভবনের তরফে পানিসাগরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। পানিসাগরে সংগঠনের অফিস বাড়িটির দরজা-জানালা ভেঙে দুর্ভুক্তিকারীরা আলমিরা থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আসবাবপত্র ভেঙেচুরে নষ্ট করে দেয়। পাঁচটি স্টিলের আলমিরা ও চার থেকে পাঁচটি কাঠের চেয়ার ও একশো প্লাস্টিক চেয়ার নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির এইচবি রোড এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও থিকার জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃস্থাপনের আহ্বান রেখেছে সংগঠন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন অতীতের ঘটনাগুলো তুলে ধরে সার্বিক দিক থেকে প্রশাসনের দুর্গতি আকর্ষণ করা হয়েছে সমন্বয় ভবনের তরফ থেকে।

হিমন্ত’র কুশপুত্তলিকা দাহ



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ২০১৮ সালের আগে ত্রিপুরার রাজনীতিতে হিরো বনে যাওয়া কংগ্রেসের একমাত্র হেভিওয়েট নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা সংবাদ শিরোনামেই ছিলেন। কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া হিমন্ত’র কারণেই সুদীপ রায় বর্মণরা বিজেপিতে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। কারণ, হিমন্তও অসমে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গিয়ে চমক দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সুদীপ রায় বর্মণরা হিমন্ত’র পথ অনুসরণ করলেও, তারা এখন কংগ্রেসেই ফিরে এসেছেন। তবে, রাজ্য রাজনীতিতে হিমন্ত বিশ্বশর্মা এখনো সংবাদ শিরোনামে। রাহুল গান্ধি উদ্দেশ্যে এবং গান্ধি পরিবারের দিকে কুরুচিকর মন্তব্য করার জেরে এখন বিতর্কে জড়ালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তারই প্রতিবাদে সরব পুরো কংগ্রেস টিম। আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে সংগঠিত হয়েছে প্রতিবাদ কর্মসূচি। যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে বলা হয়েছে, ক্ষমা চাইতে হবে হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে। রাহুল গান্ধির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এই দাবি করলো যুব কংগ্রেস। প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসাবে এদিন হিমন্ত বিশ্বশর্মার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে शामिल হয়েছেন অসম থেকে আসা নেতৃত্ব সহ রাজ্য নেতারা। এদিন, একই সাথে পুলওয়ামার শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই পূর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রশংসিত বীরজিৎ সিনহা, আশিস কুমার সাহা, হরেকৃষ্ণ ভৌমিক, লক্ষ্মী নাগ সহ অন্যান্যরা।

মিছিল কর্মসূচিতে সরব

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সোমবার সোনামুড়া শহরে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতায় এবং বিলোনিয়ায় দলীয় কর্মী খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে বাম যুব সংগঠন। এদিন সন্ধ্যায় বিলোনিয়ায় দলীয় কর্মী খুনের সাক্ষাৎকারের দাবি জানানো হয়। মিছিল থেকে প্রকাশিত হয়েছে পথ পরিব্রমণ করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিল থেকে

সোমবার সোনামুড়া শহরে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতায় এবং বিলোনিয়ায় দলীয় কর্মী খুনের সাক্ষাৎকারের দাবি জানানো হয়। মিছিল থেকে প্রকাশিত হয়েছে পথ পরিব্রমণ করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিল থেকে

আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন সেন্টার
৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

ছেলের বাইক থেকে ছিটকে পড়ে আহত মা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ছেলের বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন মা। সোমবার মতিনগর এলাকার রজনিকান্ত দেববর্মী (২৫) তার মা কিরণমালা দেববর্মীকে (৬২) নিয়ে মেলাঘরের দিকে আসছিলেন। ইন্দ্রানগর এলাকায় আসার পর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান কিরণমালা



সরকারি দফতরে ৬০ লক্ষ শূন্যপদ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সরকারি দফতরে ৬০ লক্ষ শূন্যপদ পূরণের দাবিতে আগরতলায় মিছিল সংগঠিত করলো বামপন্থী চারটি ছাত্র-যুব সংগঠন। দিশাহীন বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারদের কথা নেই। বাজেট ইস্যুকে সামনে রেখে ইতিবাচক কথা বলতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সেনায়ালের উপস্থিতিতে বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় দেশের সরকারি দফতরে ৬০ লক্ষ শূন্যপদ পূরণের দাবি সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করছে। তারই অংশ হিসাবে এদিনের এই কর্মসূচি। এদিন, সংগঠনের তরফে নেতৃত্ব দ্বন্দ্ব জানিয়েছে, এ্যাবার বাজেট দিশাহীন। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমলো হয়েছে। তারা মনে করে, দেশে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেকারদের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে। কর্মসংস্থান সংকোচন করার মধ্য দিয়ে দেশের

বেকারদের জন্য ভয়াবহ বিপদ দেহকো রাস্তাতেই পড়ে থাকেন। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় রজনিকান্ত দেববর্মী তার মা’কে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী অল্পেতে মহিলার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। তবে তার আঘাত এখনও গুরুতর বলেই জানা গেছে।

আগে এই ধরনের কর্মসূচি জারি রেখে সংগঠন রাজনৈতিক শক্তি বাড়তে চাইছে। ২০২০ সালের আগে বিজেপি যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ময়দান গরম করার চেষ্টা করলেও জেআরবিটি সহ অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিষয়টি যেন শাসকের ঘরে অশান্তির সৃষ্টি করছে। এখানে উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অস্মাত্তক শিক্ষকদের চাকুরির অফার আটকে রাখা হয়েছিলো। বিধানসভা নির্বাচন সাদ্ধ হতেই সেই বছর অস্মাত্তক শিক্ষকদের ব্যাপক সংখ্যক অফার দেওয়া হয়। তারপর যা ঘটেছে সকলের জানা। তাই ২০২৩ সালের আগে জেআরবিটির ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার পথে হাঁটতে চাইছে না বিজেপি সরকার বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। তাই জেআরবিটির ফলাফল বিলম্ব হচ্ছে। এবার একই ইস্যু করেই বামপন্থী ছাত্রযুব সংগঠন জেআরবিটির ফলাফল অতি শীঘ্রই প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে।



বাধা ও আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের বারভাইয়া প্যাকস নির্বাচনে বামপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমায় বাধা দেওয়া এবং যুব নেতা আশিস ঘোষের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে সিপিআইএম। সোমবার সিপিআইএম বাগমা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এলাকায় সুবিশাল মিছিল হয়েছে। তাছাড়া এই মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা বাজেটেরও বিরোধিতা করা হয়। এলাকার বিভিন্ন পথ পরিব্রমণ করে বাগমা বারভাইয়া এলাকায় পথসভায় মিলিত হন নেতা-কর্মীরা। সিপিআইএম নেতারা ভাষণ বাতে গিয়ে

বলেন, বাম নেতা-কর্মীদের আক্রমণ করার কারা কাদেরকে বলে দিচ্ছেন তা সবাই জানে। তারা বাজেন, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বামপন্থীদের শেষ করা যাবে না। যদি তারা মনে করে থাকেন আক্রমণ করে বামপন্থীদের শেষ করে দেবেন তাহলে তারা মুখের স্বর্গে আছেন। সারা পৃথিবীতে কিভাবে লালঝান্ডা উঠছে তা সবাই দেখছেন। বিজেপিকে তারা ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক বলেও চোখে পড়ার মত। বিভিন্ন বয়সের নাগরিকরা মিছিলে शामिल হন। এক কথায় এদিনের মিছিলের মধ্য দিয়ে বামপন্থীরা বাগমায় নিজেদের শক্তির জানান দিল।



ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪৩৫ এর উত্তর								
9	7	5	8	2	3	6	4	1
1	4	8	6	5	7	3	2	9
6	2	3	4	1	9	5	8	7
3	8	9	1	6	5	2	7	4
7	1	2	3	8	4	9	5	6
5	6	4	7	9	2	1	3	8
4	3	6	5	7	1	8	9	2
2	5	1	9	4	8	7	6	3
8	9	7	2	3	6	4	1	5

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩৬

4				7	2			
	8	6	5	9	7	4	1	
			6		4	9	3	
7	8		2					
1			5					
6					8			
8	6				5			
2	5		4		3	6		
		7		6				3

আর্থিক অনটনে আত্মঘাতী রিকশাচালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। মুখে মুখেই রাজ্যের মানুষের আয় বেড়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি বলছে অন্য কথা। গত কয়েক বছরে রাজ্যে অভাবের তড়ুনায় কিংবা আর্থিক অনটনের জন্য বহু মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর কবচে নেয়েছে। সোমবার আরও এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী হয় বিশালগড় বাসী। নেহালচন্দ্রনগরের দরিদ্র রিকশাচালক সুরত সেন নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হন। ঘটনার সময় তার স্ত্রী কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে ছিলেন। বাড়িতে ছিল তাদের ছেলে। কিন্তু কোন সময় সুরত সেন নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন তা ছেলেটি বলতে পারেননি। পরবর্তী সময় রিকশাচালকের স্ত্রী বাড়িতে এসে স্বামীর বুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতদেহ দেখেই কান্নায় চেতণ্ড পড়েন রিকশাচালকের স্ত্রী। পরিবারের অন্য সদস্যরাও এই ঘটনায় হতবাক। মৃতের স্ত্রী এবং মায়ের কথা অনুযায়ী আর্থিক অনটনের কারণেই সুরত মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন। কারণ, একদিন আগেই তার রিকশার মালিক এসে টাকার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। রিকশা মালিক সুরত’র কাছে ৮ হাজার টাকা পান। সেই টাকা দেওয়ার জন্য তাকে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। কিন্তু হাতে টাকা না থাকায় সুরত একেবারে ভেঙে পড়েন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেই কারণেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। রিকশাচালকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের আবহ বিস্তার করছে। এখন কিভাবে তাদের সংসার চলবে তা নিয়েই প্রশ্ন সবার মুখে মুখে। সুরত সেন’র মৃত্যু আবারও বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের গরিব অংশের মানুষের অবস্থা কতটা ভালো। যারা দাবি করেন রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকের আয় আগের তুলনায় বেড়েছে তাদের কাছে সুরত’র মৃত্যু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হতেই পারে। তবে তার মত আগে যারা মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন সেই বিষয়ে উন্নয়নের কাভারিা কি বলবেন?

দুঃসাহসিক চুরি দোকানে

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, উদয়পুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার গভীর রাতে এক দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফের প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। উদয়পুর মহারানি জামতলা বাজারের নান্টু দাসের দোকানে হানা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যায় চোরের দল। তারা দাসের কথা অনুযায়ী গত ৪ বছরে তার দোকানে তিনবার চুরি হয়েছে। ২০১৮ সালের ৪ মার্চ রাতে দুকুতির তার দোকান বন্ধ করে তছনছ করে দেয়। অথচ তার পরিবার সম্পূর্ণভাবে ওই দোকানের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি পুনরায় সাজিয়েছেন নান্টু দাস। কিন্তু



দুকুতিরা এখনও তার দোকানের উপর কুনজর দিয়ে রেখেছে। গত বছর ৮ আগস্ট তিনি সিপিআইএম’র মিছিলে অংশগ্রহণ করার অপরাধে দুকুতিরা দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল। এখন পুনরায় দোকানে লুটপাটের ঘটনায় নান্টু দাস অসহায় হয়ে পড়েছেন। পর পর দুটি ঘটনায় তার দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে জানান নান্টু। তিনি জানান, রবিবার রাতে অন্যান্য দিনের মতই দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছিলেন। সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ স্থানীয় এক ব্যক্তি তার দোকানের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। সেই ব্যক্তি নান্টুকে ফোন করে ঘটনা সম্পর্কে জানান। নান্টু এবং তার মা হুটে আসেন দোকানে। তারা এসে দেখেন ৮০ শতাংশ জিনিসপত্র এবং সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে গেছে চোরেরা। স্বাভাবিক কারণে পরিবারটি এখন খুবই অসহায় হয়ে পড়েছে। চুরির ঘটনায় তাদের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি।

ডিজিপিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।।রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশককে কোনভাবেই গুরুত্ব দিতে চান না বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। একের পর এক দলীয় কর্মী খুনের পরও পুলিশ যেখানে নীরব দর্শকের



ভূমিকা পালন করছে সেই জায়গায় রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের ভূমিকায় খুবই অসন্তুষ্ট তিনি। সোমবার একেবারে রাখঢাক না রেখে সরাসরি সেই কথা সাংবাদিকদের সামনে বলে ফেললেন।বিরোধী দলনেতার কথা অনুযায়ী পুলিশ মহানির্দেশক ঘরে

বসে স্বরাষ্ট্র দফতর চালাচ্ছেন। কোথায় কি হচ্ছে তা তিনি খোঁজখবর নেন না। অর্থাৎ তাকে কোথাও ঘটনার খোঁজ নিতে দেখা যায় না বলে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। এদিন মানিক সরকারের নেতৃত্বে বাম বিধায়কদের প্রতিিনিধি



দল বিলোনিয়ার রাজনগর কমলপুর এলাকায় যান। সেখানেই কিছুদিন আগে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন বামকর্মী বেণু বিশ্বাস। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ একের পর এক কনভয় এসে দাঁড়ায় বেণু বিশ্বাসের বাড়ির সামনে। মানিক সরকার, বাদল চৌধুরী, ভানুলাল সাহা, তপন

চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য বিধায়ক ও নেতারা একে একে নিহত কর্মীর বাড়িতে আসেন। তবে তাদেরকে রাস্তায় স্লোগানের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানান দলীয় কর্মীরা। বেণু বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে নেতারা একে একে তার প্রতিকৃতির সামনে ফুল দিয়ে



শ্রদ্ধা জানান। পরে নিহতের পরিজনদের সাথে কথা বলেন।প্রায় পৌনে এক ঘন্টা মানিক সরকার-সহ অন্য বাম নেতারা নিহতের পরিজনদের কথা শুনেন। পরে তারা নিহতের পরিজনদের সমবেদনা জানিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন। নিহত বেণু বিশ্বাসের

শেষকৃত্যের জায়গাও ঘুরে আসেন মানিক সরকার-সহ বাম বিধায়করা। সেখান থেকে তারা সোজা চলে আসেন কমলপুরের রাস্তায়। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২৪ জন বামকর্মী খুন হয়েছেন। সেই খুনের ঘটনাগুলির একজন অভিযুক্তও গ্রেফতার হয়নি। তিনি বলেন, বেণু বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে পুলিশের তরফ থেকে বিবৃতি দেওয়ার আগে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন ছিল। স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ জানান তিনি। পাশাপাশি এও বলেন, রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে দফতর চালাবার চেষ্টা করছেন। তিনি তাকে ভালো করেই চেনেন বলে জানান। মানিক সরকারের বক্তব্য, এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শাসক বিজেপি যা কিছুই করুক পুলিশ তাদেরকে মদত দিয়ে যাচ্ছে।তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন ভয় পেলে চলবে না, রাস্তায় নামুন। রাস্তাই একমাত্র সমাধান। যেভাবে হোক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বঙ্গনগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সোমবার সোনা মুড়া জেলা কংগ্রেসের নির্দেশে বঙ্গনগর বিধানসভা কেন্দ্রে এক দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর কলমটোড়াস্থিত রংঘন্টা ভবনে অনুষ্ঠিত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পিসিসি’র কার্যকরী সভাপতি বিজ্ঞাল মিয়া, মমতাজ আলি, মুস্তাক আহম্মেদ প্রমুখ। দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা হয়। প্রায় ৩০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ শিবিরে সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে কংগ্রেস সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চলছে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির।

ব্রাউন সুগার-সহ আটক কাপড় ব্যবসায়ী

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, খোয়াই, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ব্রাউন সুগার-সহ খোয়াই থানার পুলিশের হাতে আটক এক কাপড় ব্যবসায়ী। সোমবার খোয়াই সুভাষ পার্কার এলাকার শ্রীমা এম্পোরিয়াম নামক কাপড়ের লোকানে তল্লাশি চালায় পুলিশ বাহিনী। তাদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল ওই দোকানে বেশি সামগ্রী বিক্রি হবে। দোকানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ২.৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার। অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর

নাম অঞ্জন দত্ত, বাড়ি গনকি করইতলা এলাকা। খোয়াই থানার ওসি জানান, উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হবে। অঞ্জন দত্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা দায়ের হয়েছে বলে খবর। ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই সেই ব্যক্তি, কাপড় ব্যবসার আড়ালে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছে। কিন্তু স্পষ্ট উঠছে? নেশা কারবারের লাঘববোয়ালদের কবে জালে তুলবে পুলিশ?

ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে রাজ্যের শ্রমজীবী নিপীড়িত জাতি-জনজাতির মানুষের অধিকার আদায়ে বিধানসভায় বলিষ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন ছিল। রমেন্দ্রদা চলে যাওয়ায় আমাদের প্রভূত ক্ষতি হয়ে গেল। প্রধান বক্তা অমিতাভ দত্ত বলেন, রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ ছিলেন একজন সং, পরোপকারী ও নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট। অধ্যক্ষের মত ও একটি সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব অত্যন্ত নিরপেক্ষ অথচ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছিলেন বলে অমিতাভবাবু স্মৃতিচারণ করেন।

বাম আমলে পানিসাগরে এসডিএম অফিসের ভবন, মহকুমা হাসপাতাল এবং নগর পঞ্চায়েতের অফিস ভবনের মঞ্জুরী ও শিলান্যাস কর্মসূচিতে রমেন্দ্রবাবুর অবদান ও সম্পৃক্তি আজও অল্পনা। স্বরণসভায় এছাড়া প্রাসঙ্গিক আলোচনা রাখেন বর্ষীয়ান নেতৃত্ব যথাক্রমে রসময় নাথ ও দুর্গেশ রায়। এছাড়াও প্রয়াত রমেন্দ্রবাবুর একমাত্র পুত্র বিনি দেবনাথও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সকল বক্তাদের ভাষণের সারবস্তু হচ্ছে আসছে দিনগুলিতে বার আন্দোলনের বাঁপিয়ে পড়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করতে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলেই প্রয়াতের অসমাপ্ত কাজ পূর্ণতা পাবে, শ্রদ্ধাঞ্জলন সার্থক হবে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিশালগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় ২নং গেট এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি মারুতি ভ্যান এবং অটোর সংঘর্ষ ঘটে। অভিযোগ, মারুতি ভ্যানটি অটোর পেছন থেকে এসে ধাক্কা দেয়। যার ফলে অটো চালক আহত হন। সৌভাগ্যবশত ঘটনার সময় অটোতে কোনও যাত্রী ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা দুর্ঘটনার জন্য মারুতি চালককেই দায়ি করেছেন।

আশঙ্কাজনক

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, ফটিকরায়, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। কুমারঘাট জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রবিবার থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন এক যুবক। প্রথমে ওই যুবকের পরিচয় সম্পর্কে কেউই কিছু জানতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি পরিচয় পত্র। সেই পরিচয় পত্র অনুযায়ী যুবকের বাড়ি অসমে। কুমারঘাট হাসপাতালের চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী, ওই যুবক বিষপান করেছিলেন কিংবা তাকে বিষপানে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে কিভাবে তিনি বিষ পান করেছেন তা এখনও জানা যায়নি। যুবকের শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে তিনি জানান। যেহেতু তার কোনও পরিজন হাসপাতালে আসেনি, তাই কুমারঘাট হাসপাতালে এখনও পড়ে আছেন তিনি। ফায়ারসার্ভিসের কর্মীরা তাকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল।

প্রয়াত জুড়িদা

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। গণ্ডামুন্ডি পরিষদ রইন্যাবাড়ি অঞ্চল কমিটির সম্পাদক জুড়িদা ত্রিপুরা (৫৫) রবিবার শিলচরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোমবার তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। প্রয়াত নেতার বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআইএম নেতারা। এদিন প্রান্ত্রন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা, সুশান্ত হাজারি সহ অন্যান্য নেতারা জুড়িদা ত্রিপুরার মরদেহে দলীয় পতাকা উড়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তার অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রান্ত্রন মন্ত্রীর মাতৃবিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, সোনা মুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। প্রান্ত্রন মন্ত্রী বিজ্ঞাল মিয়ার মা সাহেরা খাতুন (৯১) সোমবার দুপুর ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ রিপুর বাড়িতে শেষ নিঃ শ্বাস ত্যাগ করেন। সোনা মুড়া দুর্গাপুর এলাকায় বিজ্ঞাল মিয়ার বাড়ি। দীর্ঘদিন ধরেই তার মা অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে সাহেরা খাতুন তিন ছেলে এবং কন্যায়োঁরপজনকে রেখে গেছেন। মঙ্গলবার বিকেল ৩টা নাগাদ তার জন্মভার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। এরপরই হবে দেহ করবস্থ করা। প্রান্ত্রন মন্ত্রীর মায়ের মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের লোকজন শোক ব্যক্ত করেছেন।

খালি বাড়িতে লুটপাট

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, অমরপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে প্রতিদিনে চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাজাবাসী। এ ধরনের ঘটনায় একপ্রকার চিন্তায় ভুগছে রাজ্যের আপামর জনগণ। কেননা এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিন খবরের শিরোনামে উঠে আসছে। ফের রাতের আধারে হানা দিয়ে অর্ধসহ স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা অমরপুর মহকুমায়ী নেতাজী কন্নীর এলাকায়। ঘটনার বিররণে জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় উত্ত এলাকার রাকেশ চক্রবর্তী বাড়িতে ছিলেন না। তিনি নতুনবাজারস্থিত শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। সোমবার সকালে বাড়িতে এসে চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারে। ঘরের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান তিনি। সেই সঙ্গে আলমিরার ভিতরে থাকা স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায় বলে দাবি করেছেন রাজ্যের কত্রবর্তী। এলাকাবাসীদের দাবি রাজ্যে বিকাশমুখী সরকার থাকা সত্ত্বেও চারদিকে এত উন্নয়ন, তারপরও এইচুরিচারে সাথে পালন করলেই সেই নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসীরা।

আধার কার্ড নিয়ে নাজেহাল আমজনতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, সাক্রম, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের সময়ের কাজ সময়ে করে দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবে একাংশ সরকারি কর্মচারীরা পালন করছেন না বলে অভিযোগ উঠে আসছে। উপরন্তু একাংশ কর্মচারীদের খামখেয়ালিপনায় দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের। মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এসে নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ। জানা যায়, আধার



কার্ড করার জন্য মহকুমা শাসক কার্যালয়ে মাসের পর মাস ঘুরেও আধার কার্ড করতে পারছেন না মহকুমার দূরদূরান্ত থেকে আসা নগরিকরা। দূরদূরান্ত থেকে আগত গ্রাহকদের মাসের পর মাস হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। মহকুমা শাসক কার্যালয়ের আধার সেকশনে কর্মরত কর্মীদের খামখেয়ালিপনায় সাধারণ নাগরিকদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। চার থেকে পাঁচ মাস হয়ে গেলেও আধার কার্ড পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রাহকরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আধার কার্ড করতে আসা এক গ্রাহক জানিয়েছেন, তিনি উনার ছেলের আধার কার্ডের জন্য তিন মাস যোরার পরও সঠিকভাবে আধার কার্ড তৈরি করে দিতে পারেনি কর্মীরা। কেননা যে আধার কার্ডটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল তাতেও ভুল ছিল বলে অভিযোগ জানান তিনি। প্রতিদিনই মহকুমার দূরদূরান্ত থেকে আগত জনগণ এ ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন, কিন্তু যে ধরনের নাগরিক পরিষেবা পাওয়ার কথা ছিল তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মহকুমা শাসক কার্যালয়ের একাংশ কর্মীদের খামখেয়ালিপনায় গ্রাহকরা এ ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে প্রশান যেন এই ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে তার দাবি জানানো হয়েছে।

বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অভিযুক্ত উদ্বোধক

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, জেলাইবাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বিভিন্ন রাজনৈতিক হামলার অভিযুক্তকে দিয়ে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করানোর ঘটনায় সমালোচনার বাড় বইছে। সোমবার শান্তিরবাজার মহকুমার দেবদার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এনএসএস’র বিশেষ শিবির শুরু হয়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে একজন অভিযুক্তকে দিয়ে সেই শিবিরের সূচনা করেন শিক্ষক-শিক্ষিকরা। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের ভূমিকা নিয়েই সবাই এখন প্রশ্ন তুলছেন। মাত্র দুদিন আগেই এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক চাখই মগের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছিলেন বাম নেতারা। গত শনিবার টিওয়াইএফ’র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বাম নেতা-কর্মীদের বাধা দিয়েছিল সেই চাখই মগ। পুলিশের সামনেই সেই ব্যক্তি বাম নেতা-কর্মীদের মারার উদ্দেশ্যে ততেড



আসেন। সেই ঘটনাটি সামাজিক মাধ্যমেও উঠে এসেছিল। জানা গেছে, চাখই মগ একদা বাম নেতাদের খুব কাছের লোক বলে পরিচিত ছিল। যে কারণে একের পর এক চাকরি বাগিয়ে নেয় সে। প্রথমে রেগার গ্রুপ লিডারের চাকরি পায়। পরে শিক্ষকতার চাকরিও জুটে যায় তার কপালে। কিন্তু কোন চাকরির প্রতি তার মোহ ছিল না। তাই সরকার পরিবর্তনের পর শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে এলাকার নেতা বনে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাম আমলে যে নেতারা তাকে সাহায্য করেছিল সরকার পরিবর্তনের পর তাদের বাড়িতেই আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। কিসের ভিত্তিতে চাখই মগকে এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধকের চেয়ারে বসানো হল তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কেন ব্রাত্য থেকে গেলেন? অনেকেই অভিযোগ করছেন চাখই মগকে দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক যেমন গরিমা নষ্ট করেছেন, ঠিক তেমনি এলাকার জনপ্রতিনিধিদেরও অপমানিত করা হয়েছে।

তিন দলকেই বিঁধলেন সুবল

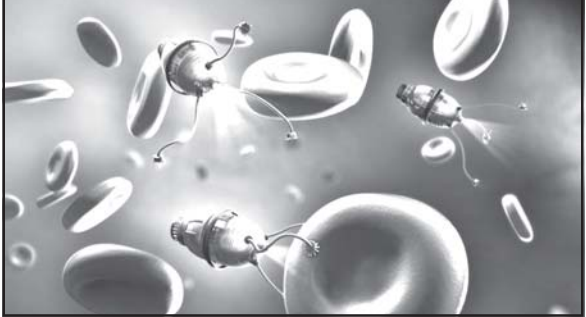


প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, অমরপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। যে কংগ্রেসের নাম কিছুদিন আগেও অন্য দলের নেতাদের মুখে শোনা যায়নি, এখন বেশি বেশি করে কংগ্রেসের সমালোচনা করতে দেখা যাচ্ছে অনেককেই। তাদের মধ্যে অন্যতম তৃণমূল কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। সোমবার তিনি অমরপুর সফরে আসেন। সেখানে হাসপাতাল চৌমুহনিস্থিত দলীয় অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সুবল ভৌমিক। কথা বলতে গিয়ে সুবল ভৌমিক জানান, রাজ্যে বিজেপি’র একমাত্র বিকল্প তৃণমূল কংগ্রেস। তার বক্তব্য, আগে যখন এই রাজ্যে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের অস্তিত্ব ছিল না তখনও সব কংগ্রেস নেতারা মিলেও ক্ষমতার পরিবর্তন করতে পারেননি। কারণ, এ রাজ্যের মানুষ খুবই সচেতনভাবে এক দলের প্রতি দীর্ঘদিন সমর্থন দিয়েছিল। বিজেপিকে মাফ চায়নি। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা সবাই বিজেপিতে শামিল হওয়ার পর রাজাবাসী দু’হাত ভরে আশীর্বাদ করেছিল। কিন্তু গত ৪ বছরে বিজেপির শাসনে মানুষ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই তারা এখন বিকল্প খুঁজছে। আর সেই বিকল্প একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, কংগ্রেসের ভোট গত পুর নির্বাচনে ১ শতাংশে নেমে এসেছে। বামদেরের ভোট দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশে। সেই জায়গায় মাত্র ২ মাসে তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেই নিরিখে তার ভবিষ্যতবাণী রাজ্যে আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসই সরকার গড়বে। কারণ এ রাজ্যের মানুষ ২৫ বছরের কালোদিন এখনও ভুলে যায়নি। সেই সময় আর ফিরিয়ে আনতে দেওয়া হবে না। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রান্ত্রন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, সুবীর সেন ঘোষ-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জানা ওজানা

ন্যানোমেডিসিন

মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মানুষের তৈরি রোবট। চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহে রোবট পাঠাচ্ছে মানুষ। এবার বিজ্ঞানীরা রোবট পাঠাবে আপনার শরীরের ভেতর! কী বিশ্বাস হচ্ছে না? অবিশ্বাস্য এ ঘটনাই হয়তো কিছুদিন পর হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এখন যেভাবে ট্যাবলেট গিলে খাচ্ছি, ভবিষ্যতে হয়তো কোনো ক্যামেরা গিলে খেতে হবে। অথবা শরীরে ইনজেকশন দিয়ে চুকিয়ে দেওয়া হবে রোবট! এসব রোবট হবে আকারে খুবই ছোট। ১০০ ন্যানোমিটারের মতো। ১০০ ন্যানোমিটার হলো ১ মিটারের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ! এদের ন্যানোরোবট না বলে ন্যানোমেডিসিন বলাই ভালো। এরা সহজেই রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এরা সাধারণত গোলাকার হবে। গোলাকারে পাটিকেলের মধ্যে মেডিসিন ভরে দেওয়া থাকবে। এই ন্যানোমেডিসিন মানুষের দেহকোষ বা ব্যাকটেরিয়ার কোষের থেকে ছোট, কিন্তু এক অণু ওষুধ থেকে আকারে বড়। যেহেতু সাধারণ ওষুধ অণু থেকে বড়, তাই রক্তে এরা দীর্ঘক্ষণ কাব্ধকর থাকবে। আকার অণু থেকে বড় হলেও এরা রক্তনালিকায় জমাট বাঁধবে না। ন্যানোমেডিসিনের বাইরের অংশে অনেক সময় বিজ্ঞানীরা জৈব অণু যুক্ত করে দেন। এই অণুগুলোর কাজ হলো সঠিক জায়গায় মেডিসিনকে কাজ করতে সাহায্য করা। যেমন বাইরে যুক্ত এসব অণু ডিউমার কোষকে চিনতে পারে। তাই ন্যানোমেডিসিন কোনো সুস্থ কোষকে আক্রান্ত না করে শুধু ডিউমার কোষের বিরুদ্ধেই কাজ করতে পারবে। অনেক ন্যানোমেডিসিন আবার মেশিনের মতো কাজ করতে পারে। তারা কোষপ্রাচীরে গর্ত তৈরি করতে পারে।



ন্যানোপার্টিকেল তৈরি করেছেন, সেগুলো ঝুকের ওপর রেখে অভিবর্তন রশ্মি ফেলালেই ইনসুলিন শরীরে প্রবেশ করবে। ডায়াবেটিস ছাড়াও ক্যানসার চিকিৎসায় ‘ন্যানোজেনারেটর’ নামে আরেক ধরনের অতি ক্ষুদ্র ওষুধ সরবরাহকারী পার্টিকেল গবেষকেরা তৈরি করেছেন। ইঁদুরের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, বিশেষভাবে তৈরি এই ন্যানোজেনারেটর শুধু ক্যানসার কোষগুলোতেই উচ্চমাত্রায় ওষুধ সরবরাহ করে। তাই ক্যানসার কোষের আশপাশের সুস্থ কোষগুলোর কোনো ক্ষতি হয় না। ন্যানোমেডিসিনের কাজ শুধু ওষুধ সরবরাহতেই সীমাবদ্ধ নেই। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের প্রফেসর কস্টাস কস্টারেলস ন্যানো–আকৃতির সুই তৈরি করেছেন। সার্জারিতে এর বিশেষ ভূমিকা আছে। ছোট আকৃতির কোষে সিরিঞ্জ বা স্ক্যালপেল দিয়ে কাজ করা যায় না। ন্যানোসুই সেসব জায়গায় সহজেই ঢুকে পড়ে আর কোষে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন আনে। যে কোষে সার্জারি করতে হলে তাকে ঢেনার জন্য সুচের আগায় নির্দিষ্ট কোনো পদার্থ যুক্ত থাকে। তাই আশপাশের কোষের ক্ষতি না করে শুধু টার্গেট কোষেই

ন্যানোসুই সার্জারি করতে পারে। ‘কোয়ান্টাম ডটস’ নামের আরেক ধরনের ন্যানোপার্টিকেল রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। এর ভেতরের দিকটা ধাতব আর বাইরের দিকটা বিশেষ খোলাসে আবৃত। এই বিশেষ ধরনের গঠনের জন্য শরীরে কোনো নির্দিষ্ট রোগ দেখালেই কোয়ান্টাম ডটস ফ্লুরোসেন্ট আলো নিঃসরণ করে। স্ক্যানারের সাহায্যে সেই আলোর উপস্থিতি দেখে কোনো রোগ আছে কি না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। যা দিয়ে তৈরি ন্যানোমেডিসিন মোটা পাগে ন্যানোমেডিসিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। হার্ড ন্যানোমেডিসিন ও সফট ন্যানোমেডিসিন। হার্ড ন্যানোমেডিসিন সাধারণত গ্রাফিন দিয়ে তৈরি করা হয়। গ্রাফিনকে খুব পাতলা শিটে পরিণত করা যায়। এই শিট দিয়ে ফাঁপা নল বা গোলাকারে মোট গঠন তৈরি করা যায়। হার্ড ন্যানোমেডিসিনে ন্যানোমেডিসিনের বৌক সফট ন্যানোমেডিসিনের দিকেই বেশি। দেহের ভেতর স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন জটিল জৈব পদার্থ তৈরি হয়, সফট ন্যানোমেডিসিন শারীরিক এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই অণুপ্রাণিত হয়ে তৈরি। প্রোটিন, ফ্যাট বা ডিএনএর মতো জৈব অণু দিয়ে সফট ন্যানোমেডিসিনগুলো তৈরি। এদের প্রাকৃতিক ন্যানোমেশিনও বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ডিএনএ অণুর বিশেষ কদর আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। পছন্দমতো ক্ষারকের অণুক্রম সাজিয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ডিএনএ তৈরি করা যায়। ডিএনএ অণুগুলো নিজেরা বিভিন্নভাবে ভাঁজ হয়ে ক্ষুদ্র ত্রিমাত্রিক আকার ধারণ করে। এভাবে বিজ্ঞানীরা পছন্দমতো আকার দিতে পারেন ডিএনএকে। অরিগ্যামি শিল্পীরা যেমন কাগজকে ভাঁজে ভাঁজে সাজিয়ে ফুল-পাখির মতো জটিল সব আকৃতি দিতে পারেন, বিজ্ঞানীরাও ল্যাবে ডিএনএকে এমনভাবে আকার দিতে পারেন। বিভিন্ন আকারের ডিএনএ দেহের বিভিন্ন জায়গায় ওষুধ পরিবহনের কাজ করে। কাজ শেষে কোনো পাশ্চপ্রতিক্রিয়া ছাড়া নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায়। ডিএনএ আর মতো আর কোনো পদার্থ এত নির্ভুল আর স্বকীয়ভাবে কাজ করতে পারে না। ল্যাবে বেস অণুগুলো যেভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়, ডিএনএ শরীরের ভেতর ঠিক জেননভাবেই ভাঁজ হয়ে যায়। বলা যেতে পারে,

‘রক্তাক্ত’ দালাল স্ট্রিট

সূচক নামল ৩ শতাংশ

মুম্বাই, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। আশঙ্কাই সত্যি হল। সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই ধস নামল শেয়ার বাজারে। একেবারে ৩ শতাংশ নেমে গেল সূচক। এই ৫ কারণে “রক্তাক্ত” হল নিফটি, সেনসেন্স অশান্তি অব্যাহত। রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে তৈরি হয়েছে সংঘাতের পরিস্থিতি। শেষ পাওয়া খবর বলছে, ইতিমধ্যেই লাখ খানেক সেনা ইউক্রেন সীমান্তে মোতায়েন করেছে রাশিয়া। একেবারে যুদ্ধের পথে নামতে চলেছে পুতিনের দেশ। অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অফুরন্ত ভান্ডার হওয়ায় রাশিয়ার এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাজারে। যার জেরে বাজার থেকে এখন দূরেই থাকতে চাইছে স্বল্প সময়ের বিনিয়োগকারীরা। যে কারণে আজ বাজারে ধস নামতে দেখে অনেকেই লগ্নি তুলে নেন বিশ্বে এই ভূ-রাজনৈতিক বা জিও পলিটিক্যাল সেক্টরে কারণে লাক্ষিয়ে বেড়েছে অপরিশোধিত তেলের দাম। বিশ্ব বাজারে এক ব্যারেল

দেশ চলবে সংবিধান মেনে যোগীর হুক্সার

লখনউ, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। কর্ণাটকের হিজাব বিতর্ক আর কর্ণাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক স্তরেও এই নিয়ে চর্চা চলছে। সেই সঙ্গে দেশের নেতারা নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে হিজাব বিতর্কে গরম গরম বিবৃতি দিচ্ছেন। গতকাল যেমন অহাইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেছিলেন, একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে কোনও হিজাব পরা মেয়েই। এবার তাঁর পালটা দিলেন যোগী আদিত্যনাথ। বলেন, দেশের সিস্টেম চলবে সংবিধান অনুযায়ী, শরিয়ত আইন অনুযায়ী নয়। যোগী বলেন, “প্রধানমন্ত্রী তিন তালাক আইন বাতিল করছিলেন আমাদের মুসলিম মেয়েদের স্বাধীন করতে। তাদের সম্মান এবং অধিকার দিতে, যা তাদের প্রাপ্য। আমাদের মেয়েদের সম্মান অটুট রাখতে সিস্টেম চলবে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, শরিয়ত অনুযায়ী নয়।”যোগী আরও বলেন, “ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আমরা দেশ এবং দেশের প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি না। আমি কি আমার কামীর সবাইকে “ভগওয়া” (গেরস্সা) পরে আসতে বলতে পারি? স্কুলগুলোতে অবশ্যই ড্রেস কোডের নির্দেশ দেওয়া উচিত। দেশ যখন সংবিধান মেনে চলে, মহিলারা তাদের প্রাপ্য সম্মান, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা পায়।” প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন চলছে। যোগীর বিজেপির সঙ্গে সেখানে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টির জোর লড়াই।

বিক্ষোভের মুখে পড়ে মেজাজ হারালেন শুভেন্দু

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। পূলওয়ামা দিবসে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে গিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দুপুরে আশুতোষ কলেজের সামনে এই অনুষ্ঠানে শুভেন্দু যোগ দিতে গেলে তাঁকে ঘিরে ধরেন পড়ুয়ারা। অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদসারা শুভেন্দুকে ঘিরে ফেলান তালেন। তাতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন বিরোধী দলনেতা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ুয়াদের দিকে এগিয়ে যান তিনিও। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তা সামলান। বিরোধী দলনেতাকে নিরাপদে গাড়িতে তুলে গন্তব্যে পাঠানো হয়। শুভেন্দুবাবুর বাবা অর্থাৎ বর্ষীয়ান শিশির অধিকারীর নাম তুলে

● এরপর দুইয়ের পাতায়



ডাল তো খাচ্ছেন, কিন্তু ঠিক পদ্ধতিতে খাচ্ছেন কি?

ডাল খাওয়া যে খুবই দরকারি, সে কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ডালের সব পুষ্টিগুণই কি আপনার শরীর পাচ্ছে? নাকি ডাল ঠিক মতো না খাওয়ার ফলে, সেই পুষ্টিগুণের অনেকটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে? হালে দেশের নামজাদা পুষ্টিবিদ ডাল খাওয়ার তিনটি নিয়ম বাতুলছেন। এই পদ্ধতিতে ডাল খেলে তার সব পুষ্টিগুণ শরীর পাবে। শুধু তাই নয়, রোজকার দরকারি পুষ্টির অনেকটিই শরীর

পেয়ে যাবে ডাল থেকে। সেই তিনটি পদ্ধতি কী কী? রইল সন্ধান।
ভিজিয়ে রাখুন: রান্না করার আগে ডাল ভালো করে ভিজিয়ে নিন। সম্ভব হলে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে দিন। এতে যদি অঙ্কুর বেরিয়ে যায়, তাহলে সবচেয়ে ভালো। ডালের মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকে, যেগুলি শরীরকে ডালের সব পুষ্টিগুণ পেতে বাধা দেয়। ভিজিয়ে রাখা ডাল থেকে ওই

উপাদানগুলি বেরিয়ে যায়। ফলে শরীর বেশি পুষ্টি পায়। ডালে মিশিয়ে নিন অন্য কয়েকটি জিনিস: এই অন্য জিনিসের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে জোয়ার এবং বাজরা। এগুলি ডালের সঙ্গে মেশালে, এসেনসিয়াল এবং নন-এসেনসিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভারসাম্য থাকে। তাতে হাড় মজবুত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে। এক রকমের ডাল নয়: শুধু মসুর

উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় দফায় ৬১.২০ শতাংশ ভোট

লখনউ/ দেৱাদুন, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। সোমবার বাংলায় চার পুরনিগমের ভোটগণনার আবহে গোয়ার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ছিল। উত্তরপ্রদেশে ছিল দ্বিতীয় দফার ৫৫ আসনে ভোট। অন্যদিকে, উত্তরাখণ্ডে ভোটগ্রহণ ছিল ৭০ আসনে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সর্ব শেষ তথ্য অনুযায়ী, বিকেল ৫টা পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে ভোট পড়ছে ৬১.২০ শতাংশ। আর উত্তরাখণ্ডে ৫৯.৫১ শতাংশ। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সব জয়গায় নির্বিঘ্নেই ভোট হয়েছে বলে জানানা হয়েছে কমিশনের তরফে উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় দফার ভোটে নজরকাড়া কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে বদায়ু, শহজাহানপুর, রামপুর, মোরাদাবাদ, বরেলি, বিজনৌর, আমরোহা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন মোট ৫৮৬ জন প্রার্থী। এদের মধ্যে ওজনদার প্রার্থীরা হলেন রামপুর থেকে কংগ্রেসের নবাব কাজিম আলি খান, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মানুষকে জয় উৎসর্গ মমতা

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সফরে যাওয়ার আগে চার পুরসভায় তৃণমূলের বিপুল জয়কে জনগণকে উৎসর্গ করলেন দলের সভানেত্রী। বিমানে ওঠার আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই জয়ের জন্য আমরা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। যত জিতবো তত আমাদের নম্র হতে হবে। আগামী দিনে আমার লক্ষ্য শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান। আমাদের সমস্ত সামাজিক প্রকল্প যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে সে দিকে খোয়াল রাখতে হবে।” এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, “মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে দুর্য্যারে সরকার কর্মসূচি শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “বিধাননগর, শিলিগুড়ি, চন্দননগর, আসানসোল, কলকাতা পুরসভায় জিতেছি। আগামী দিনে আরও কয়েকটি পুরসভা নির্বাচন আছে।” প্রসঙ্গত তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরের দিনেই শিলিগুড়ি পুরসভায় ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এয়ার ইন্ডিয়ার নতুন সিইও এবং এমডি হলেন ইলকার আইসি

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। তুর্কি এয়ারলাইন্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইলকার আইসিকে এয়ার ইন্ডিয়ার নতুন সিইও এবং এমডি নিযুক্ত করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার নতুন মালিক টাটা গ্রুপ সোমবার এই ঘোষণা করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া বোর্ড ইলকারের আইসি-এর নিয়োগ অনুমোদনের জন্য বৈঠক করেছিল অনেক আগে। টাটা স্বেপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ ওই বোর্ড সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত ছিলেন। এয়ার ইন্ডিয়া বোর্ড যথার্থ্য আলোচনার পরে টাটা-মালিকানাধীন এয়ারলাইনের সিইও এবং এমডি হিসাবে ইলকার আইসিকে নিয়োগের অনুমোদন দেয়। নিয়োগ নিয়ন্ত্রক অনুমোদন সাপেক্ষে আইসি পয়লা এপ্রিল, ২০২২ তারিখে বা তার আর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। টাটা সদ ঘোষণা করার ছে, ইলকার আইসিকে এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও এবং এমডি নিযুক্ত করা হয়েছে। আইসি-এর প্রার্থিতা বিবেচনা করার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার বোর্ড আজ বিকেলে বৈঠক করে সেই সিদ্ধান্ত জানায়। বোর্ড যথার্থ্য আলোচনার পরে টাটা-মালিকানাধীন এয়ারলাইন্সের সিইও এবং এমডি হিসাবে আইসি-এর নিয়োগ অনুমোদন করেছে।খুব সম্ভ্রুতিই আইসি, তুর্কি এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এর আগে তিনি কোম্পানির

তৃণমূল পেলো ৬১ শতাংশ অনেক পিছিয়ে বাম-বিজেপি

কলকাতা।। চার পুরসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এল তৃণমূল। গড়ে ৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিধাননগর, আসানসোল, চন্দননগর ও শিলিগুড়ি পুরসভায় বিজয়কেতন ওড়াল বাংলায় শাসকদল। বিধাননগরে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৭৩.৯৫ শতাংশ। আসানসোলে তাদের প্রাপ্ত ভোট ৬৩.৬১ শতাংশ। চন্দননগরে প্রাপ্ত ভোট ৫৯.৪২ এবং শিলিগুড়িতে প্রাপ্ত ভোট ৪৭.২৪ শতাংশ। গত বিধানসভা ভোটের নিরিখে সব পুরসভাতেই ভোট বাড়িয়েছে তৃণমূল। বিধাননগরে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে বাম ও বিজেপি। কোনও প্রার্থীই জিততে পারেনি তাদের। বরং সেখানে একটি ওয়ার্ডে একজন নির্দল ও একটিতে কংগ্রেস প্রার্থী জিতেছেন। তৃণমূল পেয়েছে ৩৯টি আসন। প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে বামেরা দ্বিতীয় হয়েছে। বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট ১০.৯৪ শতাংশ। বিজেপি পেয়েছে ৮.৩৭ শতাংশ। কংগ্রেস পেয়েছে ৩.৪২ শতাংশ। চন্দননগরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে এ বার ভোট হয়নি। ওই পুরসভার ৩২টি ওয়ার্ডে ভোট হয়েছিল। সেখানে ভোট পাওয়ার নিরিখে দ্বিতীয় হলেও, মাত্র একটি আসন পেয়েই সম্ভ্রুত থাকতে হয়েছে বামদেমে। বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট ২৭.৩৭ শতাংশ। আর বিজেপি খাতাই খুলতে পারেনি চন্দননগরে। একটি মাত্র আসনে দ্বিতীয় হয়ে তাদের প্রাপ্ত ভোট ৯.৮ শতাংশ। কংগ্রেস একটিও আসন পায়নি। তবে তাদের প্রাপ্ত ভোট ১.৫ শতাংশ। আসানসোলের ১০৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল ৬৩ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে ৯১টি আসনে জয়ী হয়েছে। আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপি পেয়েছে ১৬.৩২ শতাংশ ভোট। সাত জন প্রার্থী জয় পেয়েছেন পঞ্চ প্রতীকে। তৃতীয় স্থানে থেকে বামেরা মাত্র দুটি আসনে জয় পেয়েছে। প্রাপ্ত ভোটের হার ১২.৩৭ শতাংশ। কংগ্রেসের বুলিচ্ছে তিনটি আসন গেলেও প্রাপ্ত ভোটের হারে তৃতীয় স্থানে রয়েছে তারা। তাদের প্রাপ্ত ভোট ৪.১২ শতাংশ। শিলিগুড়ি পুরসভায় ধাক্ষা খেয়েছে বিজেপি। বিধানসভা যে শঙ্কর ঘোষ বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন, তিনিই ২৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পরাজিত হয়েছেন। বরং বিধানসভা ভোটের তুলনায় ভোট বাড়িয়ে তৃণমূল পেয়েছে ৪৭.২৪ শতাংশ ভোট। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি পেয়েছে পাঁচটি আসন। ভোট পেয়েছে ২৩.২৪ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে বামেরা পেয়েছে চারটি আসন। প্রাপ্ত ভোট ১৮.২৮ শতাংশ। কংগ্রেস মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়েছে। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ৫.৩২ শতাংশ।



পুলওয়ামার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এলওসি'র পৃথক জেলায় উড়ছে জাতীয় পতাকা।
সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক জওয়ান। অত্যন্ত প্রহরায় থাকা সেই জওয়ানের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি হলো সোমবার।

এয়ার ইন্ডিয়ার নতুন সিইও এবং এমডি হলেন ইলকার আইসি

বোর্ডে ছিলেন। টাটা স্বেপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ বলেছেন, ইলকার একজন বিমান শিল্পের নেতা যিনি তুর্কি এয়ারলাইনকে তার মেয়েদে বর্তমান সাফল্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমরা ইলকারকে টাটা গ্রুপে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত যেখানে তিনি এয়ার ইন্ডিয়াকে নতুন যুগে নেতৃত্ব দেবেন।' আইসি ১৯৭১ সালে ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসন বিভাগের ১৯৯৪ সালের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর গবেষণা করার পর, তিনি ১৯৯৭ সালে ইস্তাম্বুলের মারমারা ইউনিভার্সিটিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেন। আইসি বলেছেন, ‘একটি আইকনিক এয়ারলাইন্স পরিচালনা করার সুযোগ গ্রহণ করতে এবং টাটা গ্রুপে যোগদান করতে পেরে আমি আনন্দিত এবং সম্মানিত। এয়ার ইন্ডিয়াতে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে এবং টাটা গ্রুপের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে, আমরা এয়ারের শক্তিশালী ঐতিহ্যকে কাজে লাগাব। ভারতের উন্নয়তা এবং অতিথৈয়তা প্রতিফলিত করে একটি অনন্য উচ্চতর স্লাইং অভিজ্ঞতা সহ এটিকে বিশ্বের সেরা এয়ারলাইন্সগুলির একটিতে পরিণত করব।’



ডাল তো খাচ্ছেন, কিন্তু ঠিক পদ্ধতিতে খাচ্ছেন কি?

ডাল খাচ্ছেন তো, সেটিই খেয়ে যাচ্ছেন এমন করবেন না। সব মিলিয়ে ভারতে প্রায় ৬৫০০ রকমের ডাল রয়েছে। তবে এর সবগুলি নিশ্চয়ই সব জায়গায় পাওয়া যায় না। তাঁর মতে, খুব বেশি নয়, মাত্র ৫ রকমের ডাল গোট। সপ্তাহে খেতেই হবে। এমনকী সবই খেলে বা রুটির সঙ্গে খেতে হবে, তাও নয়। পীপড়, ইলাড়ি, খোসা, লাডু, পিঠাবোড়, নানার রকমের ডাল খাওয়া ভালো।

নিভৃতবাসের মধ্যেই চলছে জিম

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির হোটেল নিভৃতবাস পর্বচলছে রঞ্জি দলের ক্রিকেটারদের। ইতিমধ্যেই দুই দফায় ক্রিকেটারদের কোভিড টেস্ট হয়েছে। আগামীকাল শেষ হবে নিভৃতবাস পর্ব। এরপরই অনুশীলনে নামতে পারবে দল। নিভৃতবাস পর্বে অবশ্য একেবারে বসে নেই ক্রিকেটাররা। নিয়মিত কভিশনিং চলছে ট্রোনারের তত্ত্বাবধানে। চিম সূত্রে জানা গেছে, শারীরিকভাবে সবাই ফিট এবং দক্ষতার ভূদ্রে রয়েছে। এবার অনুশীলনে নামার অপেক্ষায় গোটা দল। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুফিতে সেভাবে সাফল্য না পেলেও বিজয় হাজারে ট্রফিতে নকআউট পর্বে পৌঁছেছিল রাজা দল। সেখানে বির্ভর্-র বিরুদ্ধে হারতে হলোও একেবারে মুখবুবড়ে পড়নি। এই অবস্থায় রঞ্জি টুফিতে খেলতে নামবে রাজা দল। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ম্যাচের তুলনায় দিবসীয় ম্যাচ অবশ্যই কিছুটা কঠিন। তবে এখানে ভুল করলেও দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া যায়। ২০০৯-১০ সালে রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপে নকআউট পর্বে পৌঁছে ছিল রাজা দল। সেটাই গত ৩৬ বছরে রঞ্জি টুফিতে রাজ্যের সর্বোচ্চ সাফল্য। একটি সাফল্য গোটা রাজ্যের খেলাধুলার পরিবেশটাকেই বদলে দেয়। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এরকম কিছু হয়নি। ২০০৯-১০ সালের ম্যাচলাকে তাই এখন অনেকে ফ্লু ক বলছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ওই সাফল্যের পর রাজ্যের ক্রিকেটের আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভুল নীতি নিয়েছিল টিসিএ। বিশেষ করে পেশাদার ক্রিকেটার বাছাইয়ে কখনই স্বচ্ছতার পরিচয় দেয়নি টিসিএ। রঞ্জি ট্রফির দল গঠনেও অসংখ্য অনিয়ম হয়েছে। অনেক

যোগ্য ক্রিকেটারকে বছরের পর বছর বসিয়ে রাখা হয়েছে। এবং কারণে রঞ্জি ট্রফির ফলাফল আর আশানুরূপ হয়নি। গত কয়েক বছরে ব্যক্তিগতভাবে মণিশংকর মুড়াসিং, বিশাল ঘোষ, রানা দত্ত, অভিজিৎ সরকার, উদীয়ান বোস, রজত দে-রা সাফল্য পেয়েছে। তাদের এই ব্যক্তিগত সাফল্য দলের বিশেষ উপকারে আসেনি। কারণ একটাই, পেশাদারদের যে আশায় নিয়ে আসা হয়েছিল তা পূরণ করতে পারেনি তারা। এই বছর কি হবে তা সময়ই বলবে। তবে দল গঠন একপ্রকার বিতর্কহীন হয়েছে। সমস্যা একমাত্র পেশাদারদের নিয়ে। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লির এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স মাঠে হরিয়ানার মুখোমুখি হবে রাজা দল। জাতীয় ক্ষেত্রে শেষ শক্তিশালী দলটি। একাধিক ক্রিকেটার নিয়মিতভাবে আইপিএল খেলে। জাতীয় ক্রিকেটে একসময় অনেক রমরমা ছিল হরিয়ানা।। বর্তমানে সেটা কিছুটা কমে গেলেও গুণমানের নিরিখে ত্রিপুরার চেয়ে এগিয়ে। ফলে প্রথম ম্যাচেই ত্রিপুরাকে বেশ কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অনুশীলনেরও বেশি সুযোগ এবার পাওয়া যায়নি। প্রথম দফায় ১৩ জুনায়রি থেকে রঞ্জি ট্রফি

●এরপর দুইয়ের পাতায়



এই সেই স্বপ্নের আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম তৈরির কাজ চলছে নরসিংগড়ে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব মঙ্গলবারই সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।

ভাষণে হিরো, কাজে জিরো

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি একপ্রকার সাইনবোর্ড সর্বশ্ব হয়ে পড়েছে। ক্রীড়া আইন মোতাবেক বিভিন্ন জেলায় সংস্থার নতুন কমিটি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বস্তুতঃ ক্রীড়া আইন নিয়ে দফতরের কঠোর মনোভাবের কারণেই রাজ্যের খেলাধুলা একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। করোনাকে এর জন্য দায়ী করে কোন লাভ নেই। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারতো রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। বর্তমান সরকারের মন্ত্রী কিংবা অন্যান্য বিধায়ক, নেতারা বিভিন্ন মহুকুমার পাড়ার প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন কিংবা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। গালভরা ভাষণ পেশ করছেন। নেশামুক্ত ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সবাইকে। আর অন্যদিকে, স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য আসর করতে পারছে না। ক্রিকেট, ফুটবলের বাইরেও আরও অনেক গেম রয়েছে। ক্রীড়া দফতর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। অথচ রাজা জুড়ে শতাধিক কোটিং সেন্টার চালু করে দিয়েছে। খোঁজ নিলেই অসংখ্য অনিয়ম হয়েছে। অনেক

কারণ খেলোয়াড়রা বুঝে গেছে, প্রতিযোগিতামূলক আসরে মাঠে নামা হবে না। তাহলে শুণু শুণু কেন সেন্টারে গিয়ে সময় নষ্ট করবো? একদিকে যুবসমাজকে মাঠমুখী করে তোলার জন্য অক্লান্তভাবে ভাষণ পেশ করে চলেছেন নেতারা। অথচ কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা একেকজন বিগ জিরো। খেলোয়াড়রা মাঠে নামতে চাইছে অথচ সেই রাস্তা বন্ধ। আর অন্যদিকে সবাই ব্যস্ত পাড়ার ক্রিকেট এবং ফুটবলকে প্রমোট করার কাজে। এটা কোন ধরনের দ্বিচারিতা। ক্রীড়া আইনের ফাঁসে পড়ে যখন রাজ্যের খেলাধুলা ছটফট করছে তখন এই ফাঁসটা আলাপা করাই প্রধান কাজ ছিল। শুধুমাত্র সরকার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য সংস্থাগুলির উপর এভাবে চাপ দেওয়া উচিত হয়নি। সংস্থাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলেও খেলোয়াড়রা কি দোষ করলো? তাদের মাঠে নামার অধিকার কেন ছিনিয়ে নেওয়া হলো? এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু ভাষণ পেশকারীরা দিতে পারবে না। তারা ব্যস্ত পাড়ার ক্রিকেট কিংবা ফুটবলের উদ্‌বোধন কিংবা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। অথচ রাজা জুড়ে শতাধিক কোটিং সেন্টার চালু করে দিয়েছে। খোঁজ নিলেই অসংখ্য অনিয়ম হয়েছে। অনেক

টিসিএ-তে আসতে চাওয়ার তালিকা বাড়ছে

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই টিসিএ-র বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হতে চলছে। অর্থাৎ আর মাস সাত মাস। এরপরই কুলিং-এ চলে যেতে হবে বর্তমান কমিটির সদস্যদের। সম্পূর্ণ নতুনদের হাতে চলে যাবে টিসিএ। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, টিসিএ এখন একটি মধুর ভান্ডার। মধু খাওয়ার জন্য সবাই বাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। বাস্তবে এটাই হয়ে চলেছে। দীর্ঘ বাম আমলে সরাসরি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা টিসিএ-র দায়িত্বে না আসলেও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন লোকদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর বর্তমান সরকার আরও কয়েক ডিগ্রি উপরে উঠে সরাসরি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরই টিসিএ-তে স্থান দিয়েছে। পাঁচ অফিস বেয়ারার ছাড়াও অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সিংহভাগ সদস্যই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রত্যেকেরই মেয়াদ শেষ হতে চলছে। শূন্য স্থান পূরণ

করার জন নতুনরা আসবে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন পেশার শাসক দলীয় লোকজন টিসিএ-তে আসার জন্য ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়েছে। এতে নাকি সামিল হয়েছে এক মিডিয়াম্যান। এটা ঘটনা যে, বর্তমান কমিটির কাজকর্ম শাসক দলের একটা বড় অংশ বেশ ক্ষুদ্র। তবে শীর্ষ নেতৃত্ব বেশ সমৃদ্ধ। কারণ শীর্ষ নেতৃত্বের চাহিদা অনুযায়ী তারা কাজ করে চলেছে। রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মূলতঃ শীর্ষ নেতৃত্বের প্রচ্ছদ মতদের কারণেই অনেক অনিয়ম করেও কোন প্রকার সমালোচনার মুখে পড়েনি তারা। মিডিয়া হয়তো তাদের মতো কাজ করছে। কিন্তু যেহেতু শীর্ষ রাজনৈতিক মহল তাদের পক্ষে আছে তাই তাদের মধ্যে একটা ভোটকোয়ার ভাব। খবরে প্রকাশ, এক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব যিনি শীর্ষ রাজনৈতিক মহলের বেশ কাছের লোক বলে পরিচিত তিনি নাকি টিসিএ-র লাগাম ধরতে চাইছেন। এমনিতে ক্রীড়াপ্রেমী হিসাবে

বাজারে তার সুনাম আছে। কয়েকদিন আগে টিসিএ যেভাবে এমবিবি স্টেডিয়ামকে টেনিস ক্রিকেটের জন্য ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে নাকি ওই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়েছেন। শীর্ষ মহলকে গোটা বিষয়টা জানিয়েছেন। অযথা রাজনীতি করতে গিয়ে নাকি পুরো বিষয়টাকে গোলমেলে বানিয়ে ফেলেছে। তিনি নিজেই টিসিএ-তে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এই ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়েছে শাসক দলের বিভিন্ন শাখার অতি পরিচিত থেকে স্বল্প পরিচিত নেতারা। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একটা অংশও এই তালিকায় রয়েছে। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, বর্তমান কমিটির মতোই একটা রাজনৈতিক আন্তরকে মুড়ে দেওয়া হবে নতুন কমিটিকে। তবে পাঁচ অফিস বেয়ারাদের পদের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ জন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং আরও একবার হয়তো শীর্ষ রাজনৈতিক মহলকেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য মাঠে নামতে হবে।

“এখনও ফুরিয়ে যাইনি,” বার্তা অমিত মিশ্রর

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। মেগা নিলামে অবিক্রিত থেকেছেন ভারতের লেগ স্পিনার অমিত মিশ্র। অন্যতম অভিজ্ঞ এই স্পিনার গত মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছেন। কিন্তু এবার তাঁকে আগ্রহ দেখায়নি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি, উপরন্তু রি-অকশনেও তাঁকে তোলা হয়নি। নিলামের পর টুইটারে হতাশা প্রকাশ করেন অমিত মিশ্র মেগা নিলামে অমিত মিশ্র তাঁর নূনতম দাম রেখেছিলেন দেড় কোটি টাকা। বর্তমানে ৩৯ বছরের মিশ্র দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে। তবে আশা করেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে দিল্লি তাঁকে হয়ত সুযোগ দেবে। কিন্তু, তা হয়নি। তবে নিলামের পর দিল্লির সহ কর্মধার পার্থ জিন্দাল টুইট করে সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, দিল্লি তাঁর পাশে আছে। টুইটে পার্থ জিন্দাল লেখেন, অন্যতম সেরা অমিত মিশ্র দিল্লি ক্যাপিটালস তোমাকে সালুট জানাতে চায় তুমি আমাদের জন্য যা করছ তার জন্য। আমরা তোমাকে দিল্লি ক্যাপিটালসে ফিরে পেতে চাইব, যেই জায়গায় তোমার সঙ্গে যাবে সেই জায়গায়। তোমার জন্য আমাদের কাল-ছুব গুরুত্বপূর্ণ। মিশ্র ভাই দিল্লি ক্যাপিটালস তোমার সঙ্গে আজীবন আছে।”কর্ণধারের এই টুইটের জবাব কিছুটা কড়াভাবে দিয়েছেন অমিত মিশ্র। পার্থ জিন্দালের টুইটের জবাবে তিনি লেখেন, “ধন্যবাদ পার্থ জিন্দাল, তোমার কথায় আমি অভিভূত। আমার অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি এখনও ফুরিয়ে যাইনি। আমি দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য এখনও আছি। দিল্লি ক্যাপিটালস যদি আমাকে চায় আমি সবসময় আছি।”

এসসি ইস্টবেঙ্গলকে হারাল কেরল

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। কেরল রাষ্ট্রার্সও হারিয়ে দিল এসসি ইস্টবেঙ্গলকে। আইএসএল-এ এর আগে তিন বারের সাক্ষাতে তাদের বিরুদ্ধে ড করেছিল লাল-হলুদ বাহিনী। কিন্তু সোমবার আবার হারতে হল তাদের। এনেস সিপোভিচের একমাত্র গোলে এসসি ইস্টবেঙ্গল হারল ০-১ ব্যবধানে।সোমবার প্রথম থেকেই এসসি ইস্টবেঙ্গলকে একটু নড়বড়ে লাগছিল। সে ভাবে কোনও আক্রমণ তুলতেই পারছিল না তারা। উল্টে কেরল কিন্তু বেশ কিছু পজিটিভ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার শম্বর রায়ের দক্ষতায় বেঁচে যায় তারা। ২৯ মিনিটের মাথায় সুযোগ তৈরি করেছিলেন অদ্রিয়ান লুনা। তাঁর মুভ আটকে নেন হীরা মন্ডল। বল যায় সাহাল সামাদের কাছে। কিন্তু লক্ষ্যব্রষ্ট হন তিনি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে এসসি ইস্টবেঙ্গল। ডান দিক থেকে বল নিয়ে স্টেপ ও ডার করে কেরলের ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকবে পাস বাড়ান। কিন্তু রাফল পাসোয়ান বলে পা ছোঁয়াতেই পারেননি।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এগিয়ে যায় কেরলা। লালখাখাপার কর্নার থেকে ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডারদের উপকে হেড়ে গোল করেন এনেস সিপোভি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ‘পুপ্পা ডান্স’ দেখা যায়। দক্ষিণী সিনেমার নাচের অনবদ্য অনুকরণ করে উজ্জ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। এসসি ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডারদের খেলাধুলার উপর নেতৃত্ব দিয়েছেন টেনিস ক্রিকেটের জন্য। সুতরাং ক্রিকেটাররা তো উৎসাহ নিয়ে টেনিসে আসবেই। দেখুন টেনিসে আসতেই পারেন। অর্থাৎ নেতাদের কিছুই হবে না। অর্থাৎ নেতাদের আশ্বাস পেয়ে অনেকেই এখন টেনিস ক্রিকেটে নেমে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে শাসক দলের এক নেতা বলেন, টিসিএ যখন তখন খেলাই করতে পারছে না তখন বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেট নেশা খেলছে। তাই টিসিএ-র ব্যর্থতায় আজ এই অবস্থায়। রাজনীতি এক জায়গায় আর খেলাধুলা অন্য জায়গায়। মানিক সাহা-রা টিসিএ-তে গিয়ে রাজনীতি করছেন আর মাঠে গিয়ে টেনিস ক্রিকেট করছেন। সুতরাং এই যখন অবস্থা তখন ডিফেন্ডারকে অন্তত দু’-তিন জন ডিফেন্ডার মার্ক করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে টপকে গোল করে যান সিপোভিচ।গোল দেওয়ার পরে আরও ধারালো হয়ে ওঠে কেরল।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

টিকে থাকার লড়াইয়ে লালবাহাদুর

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে দাপট নিয়ে খেলেও এগিয়ে চল সংঘের কাছে হারতে হয়েছে। এই অবস্থায় আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের সামনে আরও এক ফেভারিট ফরোয়ার্ড ক্লাব। বলা যায়, লালবাহাদুরের কাছে ম্যাচটি ডু অর ডাই। খেতাবি দৌড়ে টিকে থাকতে হলে ম্যাচটি জিততেই হবে তাদের। অন্যদিকে, ফরোয়ার্ড ক্লাব ম্যাচটি জিততে পারলে খেতাবের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ সব দিক দিয়েই সুপার লিগের এই ম্যাচটি মহা গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, একটি মহারণ। প্রাথমিক পর্বে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে হারিয়েছিল লালবাহাদুর। সুতরাং ম্যাচটি দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেবে এটাই প্রত্যাশা। তবে

টিএফএ-কে একটি শান্তিপূর্ণ ম্যাচ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী মাঠের চার প্রান্তের গ্যালারিতে মজুত রাখার আবেদন জানিয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, চলতি লিগে এই দুইটি ক্লাবের দর্শকদের আচরণ অনেক বেশি নেতিবাচক। দুই ক্লাবের সমর্থকরা রাগ হলেও এটা বলতেই হবে যে, মাঠকে উত্তপ্ত করে তোলার ব্যাপারে এই দুই ক্লাবের জুড়ি নেই। এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ হেরেও লালবাহাদুরের সমর্থকরা বেশ নমনীয়তা দেখিয়েছে। ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে। আগামীকালও তাদের কাছে এই ধরনের আচরণই প্রত্যাশিত। প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ড ক্লাবের

কয়েকজন প্রবীণ সদস্য প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই মাঠে উদ্ভেজনা তৈরি করছেন। সামান্য একটি বাজে অঙ্গভঙ্গী কিংবা মৌখিক উদ্ভেজক বাক্য প্রয়োগ পরিস্থিতিকে খোরালো করে তুলতে পারে। ফরোয়ার্ড ক্লাবের কয়েকজন প্রবীণ সদস্যের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে যান এসব সদস্যরা। তার ফল ভোগ করতে হয় গোটা মাঠের দর্শক এবং ফুটবলারদের। লালবাহাদুর এবং ফরোয়ার্ড দুইটি ক্লাবই ঐতিহাসালী। গোটা রাজ্য জুড়েই ফুটবলের সূত্রে এই দুইটি ক্লাবের নাম-ডাক রয়েছে। ফুটবল হলো তাদের প্রাণভোমরা। শুধু ফুটবলটাই তাদের মাথার থাকুক। অন্য কিছুকে যেন প্রশয় দেওয়া না হয়। টিএফএ-কেও অবশ্যই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে ফের সংশয়

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : সচিব পদে ফিরে আসার পর তিমির চন্দ চেষ্টা শুরু করেছেন যাতে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করা যায়। প্রাথমিকভাবে চলতি মাসেই অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করার প্রকাশ করেন অমিত মিশ্র মেগা নিলামে অমিত মিশ্র তাঁর নূনতম দাম রেখেছিলেন দেড় কোটি টাকা। বর্তমানে ৩৯ বছরের মিশ্র দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে। তবে আশা করেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে দিল্লি তাঁকে হয়ত সুযোগ দেবে। কিন্তু, তা হয়নি। তবে নিলামের পর দিল্লির সহ কর্মধার পার্থ জিন্দাল টুইট করে সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, দিল্লি তাঁর পাশে আছে। টুইটে পার্থ জিন্দাল লেখেন, অন্যতম সেরা অমিত মিশ্র দিল্লি ক্যাপিটালস তোমাকে সালুট জানাতে চায় তুমি আমাদের জন্য যা করছ তার জন্য। আমরা তোমাকে দিল্লি ক্যাপিটালসে ফিরে পেতে চাইব, যেই জায়গায় তোমার সঙ্গে যাবে সেই জায়গায়। তোমার জন্য আমাদের কাল-ছুব গুরুত্বপূর্ণ। মিশ্র ভাই দিল্লি ক্যাপিটালস তোমার সঙ্গে আজীবন আছে।”কর্ণধারের এই টুইটের জবাব কিছুটা কড়াভাবে দিয়েছেন অমিত মিশ্র। পার্থ জিন্দালের টুইটের জবাবে তিনি লেখেন, “ধন্যবাদ পার্থ জিন্দাল, তোমার কথায় আমি অভিভূত। আমার অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি এখনও ফুরিয়ে যাইনি। আমি দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য এখনও আছি। দিল্লি ক্যাপিটালস যদি আমাকে চায় আমি সবসময় আছি।”

টিএফএ-কে একটি শান্তিপূর্ণ ম্যাচ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী মাঠের চার প্রান্তের গ্যালারিতে মজুত রাখার আবেদন জানিয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, চলতি লিগে এই দুইটি ক্লাবের দর্শকদের আচরণ অনেক বেশি নেতিবাচক। দুই ক্লাবের সমর্থকরা রাগ হলেও এটা বলতেই হবে যে, মাঠকে উত্তপ্ত করে তোলার ব্যাপারে এই দুই ক্লাবের জুড়ি নেই। এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ হেরেও লালবাহাদুরের সমর্থকরা বেশ নমনীয়তা দেখিয়েছে। ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে। আগামীকালও তাদের কাছে এই ধরনের আচরণই প্রত্যাশিত। প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ড ক্লাবের

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে হতে চলা টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে দু’-তিন হাজার দর্শক খেলা দেখতে পারবেন। তাঁরা কেউই সাধারণ দর্শক নন। স্পনসর এবং সিএবি-র অধীনে থাকা বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদেরই খেলা দেখার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। বাকি দু’টি ম্যাচে যাতে সাধারণ দর্শক প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায় তার জন্য সিএবি ফের অনুরোধ করেছে। বিসিপিআই-কে সাধারণ দর্শকদের প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বোর্ডের কাছে কিছু দায়িত্ব অর্গেই আবেদন করেছিল সিএবি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে ২-৩ হাজার কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পাওয়া দর্শকরাই খেলা দেখতে পারবেন।জানা গিয়েছে, সেই দর্শকদের জন্য ইডেনের আ পারা টায়ার এবং হসপিটালিটি বক্স

●এরপর দুইয়ের পাতায়

শুরু হলো গীতা রানি স্মৃতি ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হলো গীতা রানি দ্য স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এক মাসব্যাপী এই আসরের সূচনা করেন টিসিএ-র সভাপতি মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা, কাউন্সিলার অলক রায় সহ অন্যান্যরা। অরবিন্দ সংখ পরিচালিত আসরের ম্যাচগুলি হচ্ছে এডিনগর মাঠে। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় এসজি কনস্ট্রাকশন



এবং নবীন-প্রবীণ। প্রথমে ব্যাট পাশি তুলে নিয়েছে রণি উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় বাধারঘাট ইয়ুথ বনাম এডিনগর কোল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এডিনগর ১৬ ওভারে

৮ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে। জবাবে বাধারঘাট ১০১ রানে শেষ হয়ে যায়। ফলে ৪৯ রানে জয় পায় এডিনগর। আগামীকাল নেতাজি যুবশক্তি এবং মা ত্রিপুরেশ্বরী পরম্পরের মুখোমুখি হবে।

সুযোগ চার দলের সামনেই

সুপার লিগের মোড় ঘুরতে পারে কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ ম্যাচেই

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : এক দলের সামনে সুপারের যুদ্ধে ট্রফি জয়ের পথে এগিয়ে যাওয়া তাকে অন্য দলের সামনে সুপারে ঘুরে দাঁড়াবার যুদ্ধ। আগামীকাল বিকালে উমাকান্ত ময়দামে টিএফএ-র সিনিয়র লিগ ফুটবলের সুপার ফোরের যুদ্ধে মুখোমুখি হচ্ছে ফরোয়ার্ড ক্লাব ও লালবাহাদুর। সুপার ফোরের চারটি দল তিনটি করে

পয়েন্ট নষ্ট করে তাহলে তাদের পক্ষে ট্রফি জেতা কঠিন। তেমনি আগামীকাল ফরোয়ার্ড ক্লাব যদি হেরে যায় বা ম্যাচ ড্র করে তাহলে তারাও চাপে থাকবে। কেননা তিন পয়েন্ট নিয়ে বসে আছে এগিয়ে চল সংঘ। তাই সুপার ফোরের প্রতিটি ম্যাচ বিশেষ করে প্রথম চারটি ম্যাচের গুরুত্ব বেশি। প্রথম চার ম্যাচে যে দল দুইটি জয় পাবে তাদের ট্রফি জেতার সুযোগ সবচেয়ে বেশি। সেক্ষেত্রে আগামীকাল ফরোয়ার্ড ক্লাবের ম্যাচ জেতার চাপ বেশি। আগামীকালের ম্যাচ জিততে পারলে সুভাষ বোস-র দলের সামনে লিগ জেতার সুযোগ বাড়বে। একই অবস্থা অবশ্য লালবাহাদুরের। আগামীকাল ম্যাচ জিততে পারলে দুই দলের শক্তির তেমন ক্যাে ফারাক নেই। তবে বিশেষি ফুটবলার ফরোয়ার্ড ক্লাবের বাড়তি শক্তি। এখন শূন্য পয়েন্টে। আগামীকাল লালবাহাদুর যদি হেরে যায় বা

ফুটবল বুদ্ধিকে কাজে লাগাবেন। আগামীকালের ম্যাচে অবশ্য এগিয়ে চল সংঘেরও নজর থাকবে। কেননা এই ম্যাচ ড্র হলে তাদের সুবিধা বেশি। কেননা সেক্ষেত্রে তাদের সামনে সুযোগ এসে যাবে। তবে তার জন্য তাদের বাকি ম্যাচ জিততে হবে। এদিকে ফুটবল মহলের মতে, এখনও সুপার লিগ শেষ হয়ে যায়নি। আগামীকাল লালবাহাদুর এবং বুধবার যদি রামকৃষ্ণ ক্লাব ম্যাচ জিতে নেয় তাহলে কিন্তু শেষ দুইটি ম্যাচ তখন লিগের প্রাণভোমরা হয়ে উঠবে। সুতরাং লালবাহাদুর ও রামকৃষ্ণ যদি তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে নেয় তাহলে লিগের সব আকর্ষণ শেষে দুই ম্যাচে। ফুটবল মহলের দাবি, লিগে যে খেলা হয়েছে তাহতে কিন্তু ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘ দুইটি করে ম্যাচ হেরেছে। আরও বড় ঘটনা হচ্ছে, লিগে কিন্তু লালবাহাদুরের কাছে হারতে হয়েছিল ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। তেমনি এগিয়ে চল সংঘ-কে হারিয়েছিল রামকৃষ্ণ ক্লাব। ফলে সুপারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ কিন্তু আগামীকাল।

শাসক দলের সৌজন্যেই টেনিসে আজ নেমে পড়ছে ক্রিকেটাররা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ রেখে টিসিএ-ই রাজ্যের ক্রিকেটারদের টেনিস ম্যাচে যেকতে বাধ্য করছে বলে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অভিযোগ। এই ব্যাপারে টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। জানা গেছে, ক্রিকেট সিজনে টিসিএ ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ করে রেখেছে। এই ব্যাপারে টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটিও নাকি হাত তুলে বসে আছে। ফলে রাজ্যের বিরাট অংশের ক্রিকেটার এখন বাধ্য হয়ে টেনিস ক্রিকেটে নেমে গেছে। জানা গেছে, বিভিন্ন মহকুমা এখন রাজ্যের শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী, এমপ্ল ও মন্ডল কমিটির উদ্যোগে চলছে টেনিস

ক্রিকেট। কোথাও মুখ্যমন্ত্রী, কোথাও ক্রীড়ামন্ত্রী, কোথাও দমকলমন্ত্রী তো কোথাও পর্যটনমন্ত্রীও টেনিস ক্রিকেটে সামিল হচ্ছেন। সঙ্গে টিসিএ সভাপতি। আর যেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিধায়ক এবং টিসিএ সভাপতির হাতে টেনিস ক্রিকেটের উদ্‌বোধন হচ্ছে সেখানে ক্রিকেটাররা এখন সবাই টেনিস ক্রিকেটে উৎসাহ পেয়ে মাঠে নামছে। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রাইজমানি। ফলে দলগুলিও হাজার হাজার টাকা পেমেন্ট দিয়ে ক্রিকেটার নিচ্ছে। রাজ্যের অনেক ক্রিকেটার এখন প্রতি ম্যাচে এক বা দুই হাজার টাকার টেনিস ক্রিকেট খেলছে। এক্ষেত্রে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অভিযোগ, টিসিএ ভরা ক্রিকেট সিজনে ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ রেখেছে। টেনিস ক্রিকেটের উদ্‌বোধনে ছুটে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, টিসিএ

সভাপতি পর্যন্ত। সুতরাং যে ক্রিকেট আসরের (টেনিস) উদ্‌বোধক খোদ মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী বা টিসিএ সভাপতি সেই আসরে খেলা অবৈধ নয়। জানা গেছে, শাসক দলের অনেক নেতার দলও খেলছে বিভিন্ন টেনিস আসরে। আর শাসক দলের নেতারা তাদের দলে নামি ক্রিকেটারদের নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে নেতরাই নাকি আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তাদের দলের হয়ে টেনিস খেললে কিছুই হবে না। অর্থাৎ নেতাদের আশ্বাস পেয়ে অনেকেই এখন টেনিস ক্রিকেটে নেমে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে শাসক দলের এক নেতা বলেন, টিসিএ যখন তখন খেলাই করতে পারছে না তখন বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেট নেশা খেলছে। তাই টিসিএ-র ব্যর্থতায় আজ এই অবস্থায়। রাজনীতি এক জায়গায় আর খেলাধুলা অন্য জায়গায়। মানিক সাহা-রা টিসিএ-তে গিয়ে রাজনীতি করছেন আর মাঠে গিয়ে টেনিস ক্রিকেট করছেন। সুতরাং এই যখন অবস্থা তখন ডিফেন্ডারকে অন্তত দু’-তিন জন ডিফেন্ডার মার্ক করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে টপকে গোল করে যান সিপোভিচ।গোল দেওয়ার পরে আরও ধারালো হয়ে ওঠে কেরল।

কেউ শখ করে টেনিস ক্রিকেট খেলতে নামতো না। এছাড়া খোদ টিসিএ সভাপতিই তো টেনিস ক্রিকেটের অন্যতম প্রচারক। এছাড়া তিনিই তো এমবিবি স্টেডিয়ামের দরজা খুলে দিচ্ছেন টেনিস ক্রিকেটের জন্য। সুতরাং ক্রিকেটাররা তো উৎসাহ নিয়ে টেনিসে আসবেই। দেখুন টেনিসে আসতেই পারেন। অর্থাৎ নেতাদের কিছুই হবে না। অর্থাৎ নেতাদের আশ্বাস পেয়ে অনেকেই এখন টেনিস ক্রিকেটে নেমে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে শাসক দলের এক নেতা বলেন, টিসিএ যখন তখন খেলাই করতে পারছে না তখন বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেট নেশা খেলছে। তাই টিসিএ-র ব্যর্থতায় আজ এই অবস্থায়। রাজনীতি এক জায়গায় আর খেলাধুলা অন্য জায়গায়। মানিক সাহা-রা টিসিএ-তে গিয়ে রাজনীতি করছেন আর মাঠে গিয়ে টেনিস ক্রিকেট করছেন। সুতরাং এই যখন অবস্থা তখন ডিফেন্ডারকে অন্তত দু’-তিন জন ডিফেন্ডার মার্ক করেছিলেন। কিন্তু সবাইকে টপকে গোল করে যান সিপোভিচ।গোল দেওয়ার পরে আরও ধারালো হয়ে ওঠে কেরল।

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

📞 9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

নেশা কারবারিকে

ছেড়ে দিলো পুলিশ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। নেশা কারবারি ধরেও ছেড়ে দিলো পুলিশ। থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হল নেশা কারবারিকে। সোমবার এই ঘটনা পশ্চিম থানায়। আইজিএম'র সামনে সরকারি স্টলগুলির সামনে থেকে এক নেশা কারবারিদের দৌরায়ে অতিষ্ঠ হয়ে আছে। প্রতিনিয়ত এই জায়গায় নেশা কারবারিরা মারপিটে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি দোকানের সামনে রাউন সুগার, হেরোইন, মদ-সহ নানা নেশা দ্রব্য নিয়ে আসার বসে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর পরিজনদের কাছে এরা নেশা দ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। গভীর রাত পর্যন্ত এনিয় চলে সংঘর্ষ। হাসপাতালের ভেতরেও এই নেশা কারবারিরা উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে। তবুও আইজিএম'র সামনে নেশা কারবারিদের পুলিশ জালে তুলতে পারছিল না। এদিন সকালেই বীরেন্দ্র ক্লাবের বিপরীতে স্টলের সামনে এক যুবককে রাউন সুগার নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভালোবাসার বদলে উচ্ছেদ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ভালোবাসার দিনে ফুলের দোকান ভেঙে দিলো পুরনিগম। সোমবার ভালেটাইন ডে উপলক্ষে শকুন্তলা রোডে গোলাপ নিয়ে ক্রেতার আশায় বসেছিলেন ছোট ছোট দোকানবাসীরা। ফুল বিক্রির আগেই তাদের দোকান ভেঙে দিতে হাজির আগরতলা পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স। এদিনের জন্যও রেহাই দেওয়া হয়নি ছোট দোকানদেব। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন ফুল ব্যবসায়ীরা। তাদের সঙ্গে বামেনা। শুরু হয়ে যায় পুরনিগমের টাস্ক ফোর্সের কর্মীদের। শকুন্তলা রোডে এনিয়ই শুরু হয় উত্তেজনা। গত কিছুদিন ধরেই আগরতলা পুরনিগম এলাকায় হকার উচ্ছেদ চলছে। শহর সুন্দরের নামে প্রতিনিয়ত অভিযান হচ্ছে

বিভিন্ন রাস্তায়। বটতলার পর এবার শকুন্তলা রোডে উচ্ছেদ অভিযানের জন্য সোমবার ভালোবাসার দিনটি বেছে নেয় আগরতলা পুরনিগম। এই দিনটিতে শকুন্তলা রোডে মোলার মতো ভিড় জমা হয়। রাস্তার দু'পাশে অস্থায়ীভাবে বহু ফুলের দোকান সাজিয়ে বসে। প্রত্যেক দোকানের সামনেই ভিড়। ছোট ব্যবসায়ীরা এই ভিড় দেখে আশায় বুক বাঁধেন। চড়া দামে গোলাপ কিনতে এনিয়ই শুরু করে বয়সের যুবক-যুবতিদের ভিড় জমা হয়। এমন সময় পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স শুরু করে দেয় উচ্ছেদ অভিযান। কয়েকটি ফুটপাথে কাপড়ের দোকানিদের সরিয়ে ফুলের দোকানগুলিতে অভিযান চালায়। ব্যবসার দিনে উচ্ছেদ অভিযানের বিরোধিতা শুরু হয়। পুরনিগমের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বেপরোয়া গাড়ির

চাপায় মৃত্যু

দুই বানরের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। আবারও বেপরোয়া গাড়ির চাপায় মৃত্যু হল দুই বানরের। সোমবার বিকেলে বিশালগড় জঙ্গলিয়াস্থিত বিদ্যুৎ নিগম অফিস সংলগ্ন মহাদেব মন্দিরের সামনে জাতীয় সড়কে এই ঘটনা। প্রতিনিধি বানরের দল ওই এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। সেখান থেকে দূরিত বানর রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির চাকার নিচে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, একটিকে বাঁচাতে গিয়ে অপর বানরটিও দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এর আগেও একইভাবে সিপাহিজলার নেক বন্যপ্রাণী যান সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা হয়েছিল। বিশেষ করে সিপাহিজলার প্রথম গেট থেকে মনুফকিরের দরগা পর্যন্ত যানবাহন বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। যে কারণে বন্যপ্রাণীরাও যান সন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

দোকান ভিটি বিক্রয়

এম.বি.টিলা বাজার সংলগ্ন মেইন রোডের পাশে 17-27 পরিমাণ দোকান ভিটি বিক্রি করা হবে।

—ঃ যোগাযোগঃ—
Mob - 9774113619

আদলা বিক্রয়

এখানে পুরাতন আদলা ইট, চিপস, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন বিক্রয় হয়।

“শিবশক্তি কেরিং সেন্টার”
8413987741
9051811933

বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

সোনার বাজার দর

১০ গ্রামঃ ৪৯,৮০০
ভরিঃ ৫৮,১০০

জায়গা বিক্রয়

মোহনপুর এসডিএম অফিস সংলগ্ন মূল সড়কের পাশে এক কানি সমতল টিলা জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ—
9774810187

● এরপর দুইয়ের পাতায়

জিবির ওপিডি

কাউন্টারে

টিকিট ব্ল্যাক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যবাসীর চিকিৎসার একমাত্র ভরসার স্থল জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলেও এখন ঘুস দিতে হয়। তাও ওপিডি কাউন্টার থেকে টিকিট নিতে গেলে। না হলে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ঘটনার পর ঘটনা। তাও টিকিট পাওয়া যাবে কিনা, চিকিৎসককে দেখাতে পাওয়া যাবে কিনা কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত মানুষ জিবি হাসপাতালে আসে চিকিৎসার জন্য। রেফার রোগী না হলে ওপিডিতে চিকিৎসককে দেখিয়ে তার পর চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চলতে হয়। কিন্তু চিকিৎসককে দেখানোটিই এখন মুশকিল হয়ে পড়েছে। ঘটনার পর ঘটনা দাঁড়িয়ে থেকেও তা নিশ্চিত নয়। সকাল থেকেই রোগী কিংবা তাদের স্বজনরা ওপিডি'র কাউন্টারে লাইন ধরে টিকিটের জন্য। ধর্মনগর থেকে সাক্রম প্রায় সমস্ত মহুমহা থেকেই রোগীরা এখানে ভীড় করে। দেখা গেছে, একজন রোগী কিংবা রোগীর পরিবারের কেউ ঘটনার পর ঘটনা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও টিকিট পেতে কালযাম ছুটে যায়। অথচ বীকপথে ২০ টাকার ঘুস দিলেই খখন তখন ওপিডির টিকিট পাওয়া যায়। তার জন্য লাইনেও দাঁড়তে হয় না।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বোধিসত্ত্ব : আজ নজর

উচ্চ আদালতের দিকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। বোধিসত্ত্ব দাস হত্যা মামলায় কোন আদালতে ট্রায়াল? সোমবারই এই নির্দেশ জানাতে পারেন উচ্চ আদালত। জানুয়ারি মাসেই এনিয় একাধিকবার শুনানি হয়ে গেছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে। উচ্চ আদালতে এনিয় একাধিকবার সরকার এবং আসামিদের পক্ষের আইনজীবী সওয়াল জবাব হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায় ঘোষণা হলেই মামলার পরবর্তী কার্যকলাপ শুরু হবে। রাজধানীর কাশ্মীরীপাট এলাকায় চাক্ষুণ্যকর বোধিসত্ত্ব দাস হত্যা মামলায় কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সুমিত চৌধুরী, প্রাক্তন ট্রাফিক ইনসপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস, সুমিত বণিক এবং উমর শরিফের বিরুদ্ধে ট্রায়াল চলছিল। ট্রায়াল চলাকালীন

পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের কোর্টে নানা ধরনের অভিযোগ উঠে। আদালতের বিরুদ্ধেই অনাস্থা। এনে উচ্চ আদালতে আবেদন করে হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর রতন দত্ত এবং মামলায় নিযুক্ত স্পেশাল পিপি সিনিয়র অ্যাডভোকেট সঙ্গীত কর ভৌমিক। একই সঙ্গে উচ্চ আদালতের শুনানির সময়ই অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের জরি করা আইন সচিব এবং স্পেশাল পিপি'র বিরুদ্ধে নোটিশ বাতিল হয়ে যায়। শুনানির পর মঙ্গলবার এই মামলায় রায় দেওয়ার জন্য রেখেছে উচ্চ আদালত। রায় ঘোষণার পরই ঠিক হবে ট্রায়াল বিচারক গোবিন্দ দাসের কোর্টে চলবে কিনা। একই সঙ্গে ট্রায়ালের পরবর্তী তারিখও ঠিক হতে পারে।

স্ত্রীর চরিএহনন আইনজীবী স্বামীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। প্রাক্তন এসডিএম পান্না আহমেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলার সাক্ষ্য দিতে এসে বৈকে বসলেন ধর্মিতার আইনজীবী স্বামী। পক্ষে না দাঁড়িয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধেই চরিত্র খারাপ থাকার অভিযোগ তুললেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে নাকি ধর্ষণই করা হয়নি। পান্না আহমেদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। ২০ বছরের আইনি পেশায় যুক্ত সংখ্যালঘু অংশের এই আইনজীবীকে আদালত বাধ্য হয়েই হোস্টাইল ঘোষণা করে। ২০১৬ সালের চাক্ষুণ্যকর ধর্ষণের

মামলায় তৎকালীন এসডিএম পান্না আহমেদকে হেফতার করেছিল পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ। মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ডিএসপি অলিভিয়া দেববর্মাকে। ধর্ষণের অভিযোগে পান্নার বিরুদ্ধে রুশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেত্রী তথা বর্তমানে বিধানসভার মুখ্যসচিব কল্যাণী রায়। তিনি ধর্মিতার হয়ে এফআইআরটি লিখে দেন। ওই সময়ই পান্না আহমেদ দাবি করেছিলেন তিনি ধর্ষণ করেননি। কিন্তু ঘরে ডেকে নিয়ে আইনজীবী বন্ধুর স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয় বলে

আশা পাশের সবাই আঙুল তুলেছিলেন। দীর্ঘ ৫ বছর ধরে এই মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণই শুরু হয়নি। বাম আমলে চার্জ গঠন পর্যন্ত শেষ হয়নি বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত মামলায় চার্জ গঠন হয়। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তারিখও দেয় আদালত। কিন্তু বারবারই তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছিল। প্রভাবশালীরা কিছুতেই সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করতে দিচ্ছিল না। এর মধ্যেই চলছিল সাক্ষী কেনো-বেচার ‘অকশন’। ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাম উঠে মূল সাক্ষীদের। প্রথমদিকে সাক্ষীদের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

জেআরবিটি'র সামনে ফের বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। ফল প্রকাশের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ জেআরবিটি'র সামনে। পরীক্ষার ৬ মাস পরও গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারেনি জেআরবিটি। চাকরি প্রার্থী বেকাররা সোমবার এই দাবি নিয়ে হাজির হন আগরতলা জেআরবিটি'র সামনে। তারা চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেন। তিন মাসের মধ্যে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার দাবি তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। রাজ্য সরকার বিভিন্ন দফতরে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদগুলিতে নিয়োগের জন্য



জেআরবিটি-কে দায়িত্ব দিয়েছিল। যথারীতি কয়েকশো টাকার বিনিময়ে বেকাররা পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। প্রায় এক লক্ষের উপর বেকার প্রার্থী চাকরির জন্য আবেদন

করেন। গত আগস্ট মাসে লিখিত পরীক্ষা হয়। এরপর টিআরবিটি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়ে যায়। শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফলাফল জানুয়ারি মাসের শুরুতেই প্রকাশ

করা হয়েছে। জানুয়ারির শুরু থেকে কাগজপত্র পরীক্ষা করতেও শুরু করে দিয়েছে জেআরবিটি। কিন্তু জেআরবিটি এখন পর্যন্ত ফলই প্রকাশ করতে পারেনি। গত এক মাস ধরেই এই দাবি নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগেই জেআরবিটি-কে ফল প্রকাশের জন্য ৭দিন সময় দিয়ে আন্দোলন করেছিলেন চাকরি প্রার্থীরা। সোমবার আবারও এইই দাবি নিয়ে বহু যুবক-যুবতি জমায়েত হন। শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়ে যায়। প্রকাশ করা হচ্ছে না। এমসিকিউ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

যুব মোর্চার নাম ভাঙিয়ে

অবৈধভাবে পুকুর ভরাট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। জমি মাফিয়াদের দৌরায়ে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে রাজধানী আগরতলার বিদ্যাসাগর এলাকায়। দৌরায়ে বললে কমই হবে, আরও খোলাসা করে বলা যায়, রীতিমতো তাণ্ডব চলছে জমি মাফিয়াদের। রতন মাস্টার আর এলাকার নবা সুরজ মাফিয়ার নেতৃত্বে চলছে এই তাণ্ডব। কোনও প্রকার সরকারি অনুমোদন ছাড়াই পুকুর ভরাট কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে বসান তখন তোলা আদায় তাদের এখন পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেই হামলার মুখে পড়তে হবে। না হলে ভাঙুর হবে বাড়ি ঘরে। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী কিংবা সমর্থক নয়, তাদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে শাসক দলের অনেক সমর্থকও জব্ব্ব্ব জীবনযাপন করছে। এলাকার শাসক শিবিরেরই একটা সুত্রের অভিযোগ, এসব অবৈধ কাজ করছে শাসক দলের যুব মোর্চার নাম ভাঙিয়ে।

বিদ্যাসাগর এলাকায় রতন মাস্টার আর মাফিয়া সুরজ জুটি স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছে এই মুহুর্তে রীতিমতো ভ্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলাকায় তাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ জমি কেনা বেচা করা অসম্ভব। পরিবারের প্রয়োজনে কোনও নাগরিক নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করতে গেলেই তাদেরকে মোটা অংকের কমিশন দিতে হবে। না হলে হামলার মুখে পড়তে হবে। শাসক দলের যুব মোর্চার পানা হাতে নিয়ে পুকুর ভরাট কিংবা জলাশয় ভরাট তাদের বাঁ হাতের খেলা। তাতে সরকারি অনুমতি তৈরীকরাও করেনা এই জুটি। সম্প্রতি বিদ্যাসাগর এলাকার বিবেকানন্দ লেনের ছয় গভীর একটি পুকুর এভাবেই সরকারি বৈধ অনুমতি ছাড়াই ভরাট করছে মাফিয়া সুরজ ও রতন মাস্টার গ্রুপ। স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্ব এবং পুর নিগম কর্তৃপক্ষও বিষয়টি অবগত আছেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অজ্ঞাত কারণে কোনও রা শব্দ নেই। স্থানীয় শাসক দলেরই একাংশ নেতা-কর্মী বিষয়টি

দলীয় স্তরেও অভিযোগ আকারে তুলেছে। কিন্তু ইতিবাচক কোণে পদক্ষেপ নেই। আর এই জুটির অবৈধ কাজকর্মের জন্য বিদ্যাসাগর ও তার আশপাশ এলাকায় শাসক দলের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়ছে। একাংশ কর্মী দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। কয়েকজন পৃষ্ঠাপ্রমুখতা ইতিমধ্যে ঘরে বসে গেছে। উল্লেখ্য, মাফিয়া সুরজের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। কিছুদিন ফেরারও ছিল। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। কিভাবে এসেছে এনিয়ও স্থানীয় শাসক শিবিরে রয়েছে প্রশ্ন। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এই মাফিয়া সুরজের নেতৃত্বেই স্থানীয় সিপিএম বৃথ সভাপতির বাড়ি ভাঙুর হয়েছে। এধরনের একাধিক অভিযোগ রয়েছে মাফিয়া সুরজের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে দিনের পর দিন কেসট করেও জমির চরিত্র পরিবর্তন করতে পারছেন। অথচ মাফিয়া সুরজ ও রতন মাস্টার জুটি সরকারি অনুমতি ছাড়াই ভরাট করতে পারছে পুকুর। শাসক দলের কর্মী বা নেতা বলে কথা।

নেতার গুন্ডামি, অবরোধে অটো চালকরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি।। শাসকদলের নেতার দাদাগিরির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করলেন অটো চালকরা। ওই নেতা নাকি বণিকা চৌমুহনিকে গেলো অটো চালকদের বেধড়ক পেটানোর হুমকি দিচ্ছে। এই অভিযোগ থিয়েই সোমবার নন্দনগরের পালপাড়ার জিবি থেকে বোধজনগর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে বসেন। অভিযুক্ত নেতার নাম স্বপন দেবনাথ। তিনি আবার বণিকা চৌমুহনি বাজার কমিটির সম্পাদকও। মূলত তার বিরুদ্ধেই

আওয়াজ তুলে রাস্তা অবরোধে বসেন অটো চালকরা। তাদের বক্তব্য, বণিকা চৌমুহনি থেকে জিবির রাস্তায় ৮০ থেকে ৯০টি অটো চলে। অটোতে মিটারও রয়েছে। কিন্তু নেতা স্বপন দেবনাথ তাদের বণিকা চৌমুহনি দিয়ে অটো চালাতে না করেছে। বণিকা চৌমুহনির স্বপন দেবনাথ গোষ্ঠীর অটো খয়ের পুর, রাজচন্ডাই, রানিরবাজার এলাকাগুলিতে চলে। কিন্তু স্বপনের দাবি তাদের বণিকা চৌমুহনির অটোই এখন এই রাস্তায় চলতে পারবে। জিবি থেকে বণিকা চৌমুহনি পর্যন্ত অটো সব চলাচল

করতে পারবে না। যাদের বণিকা চৌমুহনি বাড়ি তারাই চালাবেন। অন্যদের আসতে দেওয়া হবে না। এনিয়ই ক্ষুব্ধ অটো চালকরা রাস্তা অবরোধে বসেন। তারা জানিয়েছেন, বৈধ পারমিটের বিনিময়ে অটো চালান। কিন্তু সরকারি আইন এবং নিয়ম কিছুই বুঝতে নারাজ স্বপন। তার পরিষ্কার ঘোষণা বণিকা চৌমুহনির সামনে অন্যরা আসতে পারবে না। এই ঘটনা ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নন্দনগর এলাকায়। যদিও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan
Agartala - 8787626182

NO SIDE EFFECTS

যেকোনো ধরনের পাইলস এর সমস্যা থেকে রিলিফ পেতে সেবন করুন।

Mediroid Kit Capsule

MRP : 230/-

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশে অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সন্তানের চিত্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের গ্রাম।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্তঃ-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যতার একটি নাম।

বোম্বাইলঃ ৮৭৯৮১৫০৮ / ৮৭৯৮১৫০৮

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।